ব. সা. প. পু.
উপহৃত তাং

ধর্ম্ম-সমন্বয়।

প্রথম ভাগ।

জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত সাদিপুর নিবাসী

শ্রীজয়গোপাল বসু

প্রণীত।

শ্রীবিজয়কেশব বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

সিমুলিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট্ ১৬৮ নম্বর ভবনে

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯১।

বিজ্ঞাপন।

এই জগতে নানাপ্রকার ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে খৃষ্টীয়, হিন্দু ও মুসলমান্ ধর্ম্মই প্রবল। এই তিন ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া কোন কোন ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম ও পুস্তকাদি ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুস্তকাদিকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন, এমন কি বিদেশীয় ধর্ম্ম কথা শুনিবামাত্রেই তাহার সারাংশ সংগ্রহ না করিয়া তৎপ্রতিকূলে দ্বেষ করিয়া থাকেন এবং কখন বা এমতপ্রকার বাগ্বিতণ্ডা করেন যে, তাহাকে এক প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ বলিলেও বলা যায়। বোধ হয় সকল ধর্ম্মের মুল ও সারাংশ সমন্বয় সংগ্রহাভাবে পরস্পর ঈদৃশ বিদ্বেষভাব হইয়া আসিতেছে। যে স্থলে সকল প্রকার ধর্ম্মা-বলম্বী জনসমুহ স্বীয় স্বীয় লীলাকারিগণের ভবিষ্যৎ বার্ত্তা সফলতা ও তাঁহাদের অত্যদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য লীলাদি সম্পাদন অবলোকন করিয়া একই সুত্রমতে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি করিতেছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম-পুস্তক মান্য করিতেছেন এবং যে স্থলে সকল লীলাকারিগণের ধর্ম্মপুস্তকে একমাত্র পরমেশ্বরের অর্চনার বিধি আছে এবং যে স্থলে এই তিন ধর্ম্মেই নিষিদ্ধ ফলভোগেই মনুষ্যের মৃত্যু-ঘটনা অবধারিত হইয়াছে এবং যে স্থলে এই তিন ধর্ম্মেই একই প্রকার

অভেদ্য সরল মূল-ধর্ম্মোপদেশ আছে যে, আত্মবৎ সকলকে প্রেম ও প্রীতি করিবে, তখন তিন ধর্ম্মের মূলের ও সারাংশের সহিত পরস্পর ঐক্য হইতেছে বলিতে হইবেক; তবে মূলাংশ হইতে সপত্র শাখা প্রশাখা স্বভাবে বক্রভাবে নানা দিকে বৃদ্ধি হইয়া মূলাংশকে আবৃত করে, তাহাতেই শাখামৃগ ও পশ্বাদি আরোহণ করিয়া স্বকাম্যফলভোগ ইচ্ছায় কুটার্থ আন্দোলন করত পতিত হয়; কিন্তু সারগ্রাহি সাধুগণ তদ্রূপ নহেন, তাঁহারা সারাংশই গ্রহণ করেন, এ নিমিত্ত আমি তাঁহাদের ভরসায়, বিশ্বাসই ধর্ম্ম, তাহা প্রচারার্থে এবং পরস্পর শাস্ত্রে দ্বেষ ও নিন্দা ও বাগ্বিতণ্ডা নিবারণোদ্দেশে এই অপার সমুদ্র-স্বরূপ ধর্ম্মত্রয়ের সারাংশ সংক্ষেপে সমন্বয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু আমি কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইব, তাহা জানি না। বিশেষত স্বভাবত সমস্ত পদার্থের সারাংশ অত্যল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাই আমার এই ধর্ম্ম-সমন্বয় নাম্নী ক্ষুদ্র তরণীখানিকে সংগ্রহ করিয়া সারগ্রাহিগণের ভরসায় ভব-পারাবারে চলিলাম। যদিচ ছলগ্রাহিগণের অল্প বেগ-বায়ু দ্বারা জলশায়িনী হইতে পারে, কিন্তু সেই ঢেউ দেখিয়া কোন্ নাবিক নৌকা ডুবাইয়া দেয়? এবং কোন্ পুরুষই বা উদ্যম ভঙ্গ করে? অপরঞ্চ এক্ষণে ভারতের শুভচন্দ্রোদয় হইয়াছে। ইংলণ্ডের অপক্ষপাত অধিপতি

ভারতের অধিপতি হইয়াছেন এবং ভারতকে শোভনার্থে নানাবিধ গুণালঙ্কারে দিন দিন বিভূষিত করিতেছেন এবং রাজ্য পালনার্থে সারগ্রাহী অপক্ষপাত ন্যায়পরতাধীন নানা বিদ্যাবিশারদ বিবিধ গুণসম্পন্ন বুধজনকে রাজকার্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং মদীয় দেশেও নানাবিধ গুণসম্পন্ন বুধজন আছেন, তাঁহারা অবশ্যই পারোদ্ধার করিবেন। পূর্ব্বকার মত নহে যে, তরণী জলশায়িনী করিয়া কৌতুক দেখিবেন। আমি আরো অতি বিনীতভাবে বিনতি করিতেছি যে, মহাত্মা দেশীয় বিদেশীয় রাজকীয় সারসংগ্রাহী বুধজন কোন ভ্রমাদির দোষা-কর্ষণ ক্ষমা করিয়া নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন ইতি।

বঙ্গাব্দ ১২৭৬।
১১ই মাঘ।

শ্রীজয়গোপাল বসু।

ধর্ম্ম-সমন্বয়।

প্রথম অধ্যায়।
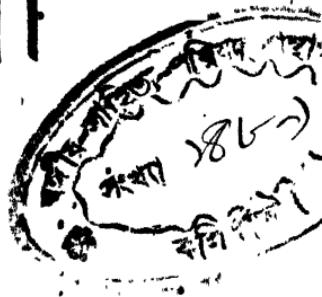
এই জগৎপরিদর্শক তাবল্লোকেরই জ্ঞান আছে যে, এই জগৎ সৃজন হইবার পূর্ব্বে এক অনাদিকারণ-মাত্র ছিলেন, কেহ বলিতে পারেন না যে, তিনি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন, বা তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কার্য্যের কারণ অবশ্যই আছে, তবে পাষণ্ডগণ স্বকপোল কল্পিত বাক্য ও মিথ্যা কারণের দ্বারা আস্তিকতায় সন্দেহ করেন, সে কেবল তাঁহাদের ভ্রমমাত্র, কেন না যদি একটী বটফলের অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে এবম্ভূত সুবিস্তৃত বৃহদ্বৃক্ষ উৎপত্তির জ্ঞান মনুষ্যে না থাকিত, তবে তাহা কস্মিন্‌ কালে কেহ বিশ্বাস করিত না, বরঞ্চ শিল্প-শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ সূত্রাদি দর্শাইয়া এবংবিধ ক্ষুদ্রবীজাভ্যন্তরে এবম্প্রকার বৃহদ্বস্তুর না থাকার বিষয়ে অক্লেশে ও অনায়াসে প্রমাণ করাইতে পারিত, অতএব ভ্রমাত্মক লোকের ভ্রমযুক্ত অলীক প্রমাণ প্রামাণ্য নহে, যিনি এই জগৎ

পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারই জ্ঞান আছে, যে এক অনাদি কারণমাত্র পরম পিতা পরমেশ্বরই কারক, তিনিই স্বয়ম্ভূ, পিতা মাতা বিহীন, এবং তাঁহার জন্মান্তর নাই, তিনিই অসৃষ্ট, আর সকলেই সৃষ্ট, ও তিনি নিত্য, আর সকলেই অনিত্য, তাঁহার জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধি ও হ্রাস নাই। তাঁহার অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্য অন্তর বাহ্য কিছুমাত্র নাই, তিনি নিরিন্দ্রিয়, আর সকলেই সেন্দ্রিয়; তিনিই স্বরূপ, আর সকলেই অস্বরূপ; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, আর সকলেই অজ্ঞ; তিনিই পূর্ণ, আর সকলই অপূর্ণ; তিনি নির্ব্বিকার, আর সকলেই সবিকার; তিনি অজড়, আর সকলেই জড়; তিনি চৈতন্য, আর সকলেই অচৈতন্য; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, তিনি জ্ঞাতা ত্রাতা পাতা। তিনি বিশ্বম্ভর বিশ্বব্যাপক বিশ্বকারক বিশ্বস্থাপক নির্ম্মল-নির্ম্মূল ধর্ম্মের আবহ সুখের আলয় আনন্দের আশ্রয় মঙ্গলালয় সৎপথ-প্রদর্শক সত্য-সঞ্চারক বিপদ্-নাশক দুঃখহারক ও সুখ-সম্পাদক; তিনি অমৃতজ্ঞান আনন্দস্বরূপ মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, পতির পতি, পিতার পিতা। তিনিই ভূতেশ; তিনিই রাজা আর এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার রাজ্য; জীবাদি তাঁহার প্রজা এবং তিনিই নিয়ন্তা; তাঁহার নিয়মের দ্বারা এই বিশ্বরাজ্যে ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নাগ, নর, সমস্ত

জরায়ুজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ অণ্ডজ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনিই বিশ্বপা। তাঁহার এই বিশ্ব ভাণ্ডারস্থ শস্য দ্বারা জীব-সমূহ প্রতিপালিত হইতেছে, আর সকলেই আত্মার স্থায়িত্ব সিদ্ধান্তে তাঁহাতেই ভবিষ্যতের ভয় ও ভরসা করিতেছে এবং পাপাচরণে বিরত ও ধর্ম্মাচরণে শ্রদ্ধান্বিত হইতেছে ও সকলেই তাঁহার গুণানুবাদকর কীর্ত্তন আদি করিতেছে, তবে পরস্পর প্রকরণে এই-মাত্র ইতর বিশেষ আছে যে, কেহ বা পুষ্প চন্দনাদি ভোজ্য-ভোগ্যাদি সামগ্রী দ্বারা পূজারাধনা করিতেছে, কেহ বা শুদ্ধ পুস্তক পাঠ করত আরাধনা করিতেছে। কেহ বা পূর্ব্বাভিমুখে, কেহ বা পশ্চিমাভিমুখে আরাধনা করিতেছে। কেহ বা চর্চ্চে কেহ বা মস্‌জিদে, কেহ বা শ্রীমন্দিরে, কেহ বা স্বমনোমন্দিরে আরাধনা করিতেছে, কেহ বা লার্ড জোব কেহ বা জেহবা কেহ বা খোদা, কেহ কেহ বা পরমেশ্বর বলিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেছে, কেহ বা সাকার, কেহ বা নিরাকার, কেহ বা পুরুষাকার, কেহ বা প্রকৃতি, কেহ বা জ্যোতির্ম্ময় ভাবে আরাধনা করিতেছে, কেহ বা শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেছে, কিন্তু সকলেই সেই একেশ্বর আরাধনা করিতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতস্তু সেই পরম কারুণিক সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বস্রষ্টাকে আরাধনা করিতেছে, ইহাতে কোন বিকল্প নাই। তবে

ন্যায়বিতণ্ডা করা কেবল আড়ম্বরমাত্র। ঈশ্বরের শক্তির সীমা নাই মহিমার সীমা নাই নামেরও সীমা নাই, অতএব যে যাহা বলিয়া সম্বোধন করুন না কেন, ভাষান্তরে শব্দ-বিভিন্নতা মাত্র হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি কি, ফলিতার্থে বিশ্বাসই ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাই ঈশ্বরারাধনার মূল, তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রে পুরাণ স্মৃতি শ্রুতি ও বেদান্ত ইত্যাদিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিতে জীবের পরম গতি হয় প্রতীয়মান আছে। হেজরত মহম্মদ কোরাণে স্থানে স্থানে ঈশ্বরে বিশ্বাসকে প্রধান করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, টেষ্টমেণ্টে লার্ড যীশু নানা স্থানে বিশ্বাসকেই প্রধান ও মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার শিষ্যগণকে কহিয়াছেন, যদি তোমার এক শর্ষপ পরিমাণে বিশ্বাস থাকে তবে তুমি সকলই করিতে পারিবে। পর্ব্বতকে সমুদ্রে উঠিয়া যাইতে বলিলে যাইবে, তদ্বৃত্তান্ত সম্যক্ বর্ণনায় পুস্তক বাহুল্য ভয়ে সঙ্কুচিত হইলাম, তাহা পশ্চাল্লিখিত ধর্ম্ম ইতিহাস সকলে সামান্য ভাবে লিখিত হইবে। বাইবেল বা টেষ্টমেণ্টে বা কোরাণে ও হিন্দু শাস্ত্রে পুরাণাদি বেদ বেদান্তে পরম পিতা পরমেশ্বরকে কেহ দেখিয়াছেন ও তাঁহার স্বরূপ জানেন, বলেন নাই, কেবল ঈশ্বরের মহিমা ও শক্তিদর্শনে

অনৈসর্গিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টি শৃঙ্খলা পর্য্যালোচনাতে ও জীবসমূহের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য শারীরিক সুশৃ-ঙ্খলা ও সুনৈপুণ্য বুদ্ধি সত্ত্বে যথাসাধ্য আবিষ্কার হইতে পারে। চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহার অনির্ব্বচ-নীয় ও অগম্য কৌশলে কাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক না হয়। এই জগদালোচনায় তাঁহার মহিচ্ছক্তি দর্শনে কাহার ভক্তির উদ্রেক না হয়। আহা! পরমপিতা পরমেশ্বর জীব সমূহের নিবাসার্থে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করি-য়াছেন, এবং জীবাদি প্রতিপালনার্থে ক্ষিতিকে বিশেষ উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ঐ শক্তি সংবর্দ্ধ-নার্থে গগনমণ্ডলস্থ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে অধঃ ঊর্দ্ধাকর্ষণ শক্তি দিয়াছেন। চক্ষুর দৃষ্টিগোচরার্থে রসাদি, রক্ত সঞ্চালনার্থে ও জগতে নানাবিধ উপকারক কার্য্য সাধনার্থে সূর্য্য সৃজন করিয়াছেন, এবং পুনঃ সুশীত-লার্থে চন্দ্র ও জলাদি সৃজন করিয়াছেন, এবং সন্তাপা-র্থেও জীর্ণ ও পাকার্থে অগ্নির সৃজন করিয়াছেন, আর অধিক বলিতে কি শক্যতা আছে, জগতে যত পদার্থ আছে, তিনি জীবসমূহের মঙ্গল সাধনার্থে সৃজন করি-য়াছেন, এই বিষয় বর্ণনায় নিস্তব্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ এবং আমাদিগকে বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তি প্রদান করিয়া-ছেন, আমরা তদ্দত্তবাহ্য অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা কেবল মাত্র জগদানন্দ ভোগ করিতেছি এমত নহে, তদ্দ্বারা

পরমানন্দ অনুভব হইতেছে। আমরা চক্ষু দ্বারা বিশ্ব-রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা ও রূপ অবলোকন করিতেছি, রসনা দ্বারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বিবিধপ্রকার রস গ্রহণ করিতেছি, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অশেষ প্রকার সৌগন্ধ-সংযুক্ত সুপ্রফুল্ল ফলের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিতেছি। পদ দ্বারা জীব-সমূহ নির্দ্দিষ্ট মনোগত স্থানে সমাগত হইতেছে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছে, মনের দ্বারা মনন ও বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয়ানিশ্চয় অনুবোধ করিতেছে এবং সদসৎ বিচার করিতেছে, প্রশ্নান্তে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতেছে এবং বুদ্ধি দ্বারা নানাবিধ সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্যাদি সম্পাদন করিতেছে এবং ভৌতিক কার্য্য সকল সুবিধামতে সম্পাদন ও কল যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করত সুশৃঙ্খলা মতে পরিচালন করিতেছে, নক্ষত্রাদি চন্দ্র সূর্য্যের পরস্পর ব্যবধান ও গতি ও অনুগতি এবং গ্রহণাদি গণনা নির্দ্ধার্য্য করিতেছে। ঈশ্বরপ্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা জীব নানাক্ষত্র ভৌতিক কার্য্যাদি সম্পাদন করিতেছে, জীবাদির বুদ্ধি বলে এবংবিধ সুকৌশলসম্পন্ন অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন, অবলোকন, চিন্তন ও পর্য্যালোচনায় পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সুকৌশল ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিপুণতা ও তৎশক্তি-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিন্মাত্র অনুবোধ উদয় হয় সেই মনের আনন্দ পর-

আনন্দ স্বরূপ। তাহাতে মনুষ্য যৎপরিমাণে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করেন সেই ধারণাই ঈশ্বরার্চ্চনা, যাঁহার মনে এইমত ঈশ্বরানন্দ হয় সেই ঈশ্বরভক্ত, নতুবা এবম্ভূত সুকৌশল ও সুশৃঙ্খলা স্বভাব-সিদ্ধ নহে। অহো! পরম পিতা পরমেশ্বর জীবরক্ষার্থে মনোজবৃত্তি কাম ও অপত্যস্নেহার্থে ও পালনার্থে এবং সামাজিক আনন্দ ভোগার্থে আসঙ্গলিপ্সা, জীবন ও দেহ রক্ষার্থে জিজীবিষা ও বুভুক্ষা এবং উপকারার্থে উপচিকীর্ষা এবং উপার্জ্জনার্থে অর্জ্জনস্পৃহা ও আততায়ী এবং শত্রু দমনার্থে জিঘাংসা এবং প্রতিবিধিৎসা এবং বিপদ নিবারণার্থে অনুচিকীর্ষা, স্মরণার্থে স্মৃতি ও ধারণার্থে ধৃতি এবং সর্ব্ব সমদর্শনার্থে ন্যায়পরতা ও গুরুজনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার্থে বিশ্বাস ও ন্যায় অন্যায় বিচারার্থে বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি দিয়াছেন, মনোজবৃত্তি সকল বেত্রবৎ যে দিকে ইচ্ছা হয় নত হয়। অপরঞ্চ তিনি এই সকল বৃত্তি দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, বরঞ্চ তদতিরিক্ত উল্লিখিত বৃত্তি সকলের আতিশয্য সমন্বয় ও শাসনার্থ তৎপ্রতিকূল—লজ্জা ও ঘৃণা, মায়া মোহাদির প্রতিকূল বিবেকিতা, বুভুক্ষার প্রতিকূল বৃত্তি সন্তোষ ও তৃপ্তি, অর্জ্জনস্পৃহার প্রতিকূল ন্যায় ধর্ম্ম, ক্রোধের প্রতিকূল ধৈর্য্য, জিঘাংসার ও প্রতিবিধিৎসার

প্রতিকূল বৃত্তি ভয়, মদমত্ততার প্রতিকূল বৃত্তি চৈতন্য আর. সকল ইন্দ্রিয়ের বেগ ধারণার্থে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দিয়াছেন, বিশ্ব-নিয়ন্তার এই সকল সুকৌশল ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে ঈশ্বরে ভক্তি ও ভয় না করে এমত ব্যক্তি কে? সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুনিয়া ঈশ্বরভক্তিরসে আর্দ্র না হয় এমত ব্যক্তি বা কোথায়? লীলাকারী সকলের অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া ঐশিক ক্ষমতাতে বিকল্প বা সন্দেহ করে এমত ব্যক্তিই বা কে? তবে হিন্দু ও মুসলমান ও ইংরাজী শাস্ত্রোক্ত লীলাকারীগণের পুরাবৃত্ত ঘটিত বৃত্তান্ত-বিষয়ে পরস্পর যৎকিঞ্চিৎ অনৈক্য হউক না কেন; তাহাতে ধর্ম্মের ক্ষতি কি? আর পরস্পর এতৎকালে প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান ও ইংরাজী ধর্ম্ম পুরাবৃত্ত বৃত্তান্ত ঘটিত বৈষম্যই বা এমন অধিক কি, সমন্বয় করিলে পরস্পর হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজী পুরাণ-উক্ত ইতিহাস ও বৃত্তান্ত সকল এক প্রকারে এই প্রকার অনুবোধ হয়, তবে তট্টীকাকার ও অর্থকার-গণ ভিন্নাকার ভাবে ভাবান্তর করিয়া থাকুন ও বলুন না কেন; ফলে মূলে স্থূলে তাৎপর্য্য ও ফলার্থে একই আছে, তাহা পশ্চাল্লিখিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুসলমান্ কোরাণে কেস্সাসুল এম্বিয়াতে এবং ইং-রাজী বাইবেলে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর স্বপ্নাবেশে খলিলুল্লা এবরাহেমের প্রতি তদীয় পুত্র বলিদেওন জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। এবরাহেম ঈশ্বরাজ্ঞা মতে স্বীয় পুত্রকে বলিপ্রদান করণোদ্যত হইয়া তাহার গলদেশে অস্ত্র দিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে এব-রাহেমের বালকের গলায় অস্ত্রাঘাত হয় নাই, তিনি জীবিত ছিলেন, তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা কর্ণ স্বীয় পুত্র বৃষকেতুকে ব্রাহ্মণবেশী ভগবানের আজ্ঞানুসারে বলিপ্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাংস রন্ধনান্তে তাহাকে জীবিত করিয়া দিয়াছেন।

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়।

ইংরাজী বাইবেলে লিখিত আছে যে, "বাবিল দেশে যিহূদীয় লোকদের দশা অত্যন্ত ক্লেশজনক ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কসদীয়দের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন এবং উচ্চ পদাভিষিক্ত হইল। নিবুখদনিৎ-সর অনেক যিহূদীয় যুবলোককে নানা বিদ্যাভ্যাসে

নিযুক্ত করিয়াছিল। পরে তাহাদিগের মধ্যে দানিয়েল ও শদ্রক ও মৈষক ও অবেদনিগো এই চারি জনকে অত্যুচ্চপদাভিষিক্ত করিয়া তাহাদিগের আত্মীয়বর্গের সম্মান ও কুশল করিল, তাহাতে দেবপূজকদের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইল। কিন্তু প্রথমে ঐ চারি জন নানা কঠিন পরীক্ষাতে পড়িয়াছিল। রাজ-গৃহে বাস করাতে তাহারা রাজার অন্ন ও দ্রাক্ষারস ও পানীয়ের অংশ পাইত, কিন্তু দানিয়েল ও তাহার সঙ্গী লোক পাপগ্রস্ত হইবার ভয়েতে ঐ সকল দ্রব্য খাইতে বিরত হইয়া পরিবেশকের নিকটে প্রার্থনা করিল যে আমাদিগকে কেবল কলাই খাইতে ও জল-পান করিতে দেও। তাহা খাইলে ঈশ্বর প্রসাদে কসদীয় যুবগণ অপেক্ষা তাহাদিগের অধিক কান্তি পুষ্টি ও দিব্য জ্ঞান হইতে লাগিল। পরে রাজার সম্মুখে আনীত হইলে রাজা তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট বোধ করিয়া রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিল।

এই ঘটনার অল্পকাল পরে নিবুখদনিৎসর ষাইট হাত উচ্চ স্বর্ণের এক দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইল এবং সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠাকালীন সকল লোককে আহ্বান করিল। পরে তাহারা সকলে একত্র হইলে একজন বন্দী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, হে লোকেরা,

হে ভিন্নজাতীয়েরা ও ভিন্নদেশীয়েরা, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা করা যাইতেছে যে, তোমরা যে সময়ে শিঙ্গা বাঁশী বীণা ভেরী মৃদঙ্গ ডম্বুর ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য শব্দ শুনিবা, সেই সময়ে উবুড়্ হইয়া নিবুখদ্‌নিৎসর রাজা যে প্রতিমা স্থাপিত করিয়াছে, তাহার পূজা করিও কিন্তু যে জন উবুড় না হইবে এবং পূজা না করিবে সেই জন সেই দণ্ডে অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। শদ্রক ও মৈষক অবেদনিগো এই তিন জন রাজকর্ম্মের নিমিত্তে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু পূজা করিল না, অতএব যজ্ঞ সাঙ্গ না হইতে রাজাকে ইহা জানাইলে রাজা অতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিল। তাহারা রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলে রাজা কহিল, তোমরা কি আমার স্থাপিত প্রতিমা পূজা কর নাই? আমার হস্ত হইতে কে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহা দেখিব। তখন তাহারা উত্তর দিল, যে ঈশ্বরকে আমরা আরধনা করি, তিনি আমাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে এবং তোমার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন আর যদ্যপিস্যাৎ না করেন, তথাচ আমরা কোন ক্রমে তোমাদিগের দেবতাকে পূজা করিব না। তাহাতে নিবূখদ্‌নিৎসর প্রজ্বলিত ক্রোধে বিকৃতবদন হইয়া আজ্ঞা করিল, যে অগ্নিকুণ্ড

সপ্তগুণ অধিক জাজ্বল্যমান করিয়া শদ্রক, মৈষক ও অবেদনিগো এই তিন জনকে বস্ত্র শুদ্ধ তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেও। অগ্নিকুণ্ড এমত প্রজ্বলিত হইল যে, উহাদিগকে তন্মধ্যে ফেলিবার জন্য যাহারা তুলিল তাহারা দগ্ধ হইল; কিন্তু ঐ তিন জন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয়া দগ্ধ হইল না। তাহাতে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনার মন্ত্রিগণকে বলিল, আমরা কি তিন জনকে বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেই নাই? তবে বন্ধন রহিত চারি জনকে অগ্নিকুণ্ডে দণ্ডায়মান দেখিতেছি এবং চতুর্থ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সন্তানের ন্যায় দেখিতে পাইতেছি; এ কেমন? তখন নিবুখদ্‌নিৎসর অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়া কহিল, হে প্রধান ঈশ্বরের সেবক শদ্রক, মৈষক ও অবেদনিগো, তোমরা বাহির হইয়া আইস। তাহাতে তাঁহারা বাহিরে আইলে দেখা গেল, যে তাহাদের একগাছি কেশও দগ্ধ হয় নাই, ও তাহাদিগের বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, ও তাহাদিগের শরীরে ধূমের গন্ধও নাই। তাহাতে রাজা কহিল, যিনি দূত পাঠাইয়া আপন সেবকদিগকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর ধন্য। পরে রাজা আপন রাজ্যের সর্ব্বত্রই এই আজ্ঞা প্রকাশ করাইল, যে কেহ শদ্রক, মৈষক ও অবেদনিগো ইহাদিগের ঈশ্বরকে নিন্দা করিবে, তাঁহাকে কাটিয়া নষ্ট

করা যাইবে; কেন না তাঁহার তুল্য শক্তিমান্ ঈশ্বর আর নাই, পরে শদ্রক, মৈষক, অবেদনিগো ও দানিয়েল, ইহারা অত্যন্ত সম্মানিত হইল।

অনন্তর নিবুখদ্নিৎসর রাজার উত্তরাধিকারি বেল শৎসর দানিয়েলকে আরও উচ্চ পদাভিষিক্ত করিলে, এবং মীদিয়া দেশের রাজা দারা বাবিল দেশ জয় করিয়া আপন রাজ্যের তৃতীয়াংশের উপর তাহাকে শাসন কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিল, এবং তাহার সদ্গুণ প্রযুক্ত তাহাকে প্রধান মন্ত্রী করিতে মনস্থ করিল। রাজা এই প্রকার তাহার প্রতি অনুগ্রহ করাতে অন্য অন্য প্রধান লোক সকল মাৎসর্য্যান্বিত হইয়া কি রূপে তাহাকে পদচ্যুত করিবে ইহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম-মত ভিন্ন আর কোন দোষ পাইল না। তখন তাহারা রাজার নিকটে গিয়া এই কথা বলিল, হে মহারাজ! এই আজ্ঞা প্রকাশ কর, আগামি ত্রিংশৎ দিবসের মধ্যে যে কোন মনুষ্য অন্য কোন দেবতার স্থানে কিংবা মনুষ্যের স্থানে বর প্রার্থনা করিবে, তাহাকে সিংহের গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু দানিয়েল পুর্ব্বমত প্রতিদিন তিনবার করিয়া সত্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল। তাহার শত্রুরা ইহা দেখিবামাত্র রাজার নিকট গিয়া জানাইল। দারা রাজা

একথা শুনিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে বিস্তর যত্ন করিল, কিন্তু আপন রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিল না। অবশেষে দানিয়েলকে লইয়া সিংহের গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে মন্ত্রিদিগকে কহিল। পরে দানিয়েলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি যে ঈশ্বরের সেবা কর, তিনি কি তোমাকে উদ্ধার করিবেন ? রাজা এই কথা কহিয়া দানিয়েলকে সিংহের কাছে ফেলিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। পরে রাজা গৃহে গিয়া অনুতাপিত হইয়া কিছু আহার করিতে পারিল না, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিল না। পর দিন রাজা উঠিয়া শীঘ্র সিংহের গর্ত্তের নিকট গিয়া দানিয়েলকে ডাকিয়া কহিল, হে জীবৎ ঈশ্বরের সেবক, তোমার ঈশ্বর কি তোমাকে সিংহ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন ? তখন দানিয়েল উত্তর করিল, হে মহারাজ! ঈশ্বর আপনার দূত পাঠাইয়াছেন, এবং সিংহেরা আমার হিংসা না করে, এ কারণ তাঁহাদের মুখ রুদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দানিয়েলকে সিংহের গর্ত্তের বাহিরে আনিতে আজ্ঞা দিল; কিন্তু যে লোকেরা তাহার অপবাদ করিয়াছিল, সে সকল লোককে সিংহের গর্ত্তে ফেলিতে কহিল, এবং সেইমত হইলে তাহারা গর্ত্তের মধ্যে না পড়িতেই সিংহেরা

তাহাদের হাড় চূর্ণ করিল। তৎপরে দারা এই আজ্ঞা প্রকাশ করাইল, যে আমার রাজ্যের তাবৎ লোক দানিয়েলের ঈশ্বরকে যেন ভয় করে, কেন না তিনি জীবৎ ঈশ্বর; তিনি নিস্তার করেন; এবং উদ্ধার করেন এবং স্বর্গেতে ও পৃথিবীতে চিহ্ন দেখান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন।" তদ্রূপ মুসলমান শাস্ত্রে কেসসাম্বুল এম্বিয়া ও কোরাণে লিখিত আছে যে মিছর দেশের বাদসা ঈশ্বরভক্ত এবরাহেমকে তাঁহার ঈশ্বর মানিতে ও তাঁহার দেবমূর্ত্তিকে পূজা করিতে আজ্ঞা দিলে এবরাহেম নিমরদের আজ্ঞা পালন না করাতে নিমরদ তাঁহার দাসগণকে এক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড করিয়া তন্মধ্যে এবরাহেমকে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করিল, এবং ঐ রাজ দাসগণ রাজাজ্ঞানুমতে এবম্প্রকার বৃহদগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিল যে, যে মনুষ্য তন্নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। তজ্জন্য ঐ রাজ-দাসগণ রজ্জু নির্ম্মিত ফিঙ্গা প্রস্তুত করিয়া এবরাহেমকে তন্মধ্যে রাখিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল কিন্তু ঈশ্বরভক্ত এবরাহেমের শরীরে ঐ অগ্নি সংলগ্ন হয় নাই, না তাহার কিছুমাত্র দগ্ধ হইয়াছিল ইতি।

তদ্রূপ হিন্দু শাস্ত্রে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের সহিত ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবাদ হইলে প্রহ্লাদ কহিলেন যে, সর্ব্বভূতে অনুরূপ অখিল সংসার চরাচর যাহাকে

ব্রহ্মা দেখা পায় না, আমার পরম বিদ্যা সেই হরি। পরে হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্বিত হইয়া প্রহ্লাদকে মারিতে আদেশ দিল। রাজার অজ্ঞানুসারে দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল, প্রহ্লাদের অঙ্গে অস্ত্র সকল নিপতিত ও ব্যর্থ হইল। পরে দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলে, দৈত্যগণ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড কয়ত তন্মধ্যে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিল,

"কৃষ্ণ বলি প্রহ্লাদ অনলে প্রবেশিল।
শীতল হইল বহ্নি গাত্রে না লাগিল॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর॥
সবে মেলি তাহার উপরে শিশু তুলি।
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি॥
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইলা যেন তুলার উপরে॥"

ঈশ্বর বিশ্বাসে প্রহ্লাদের শরীরে অগ্নিমাত্র স্পর্শ হয় নাই ও পর্ব্বত হইতে অধঃপাতিত করিলে প্রহ্লাদের গাত্রে আঘাত হয় নাই।

ইংরাজী বাইবেল মতে রাজা দরায়া ঈশ্বর ভক্ত দেনায়েলকে ক্ষুধিত সিংহের গর্ত্তে রাখিয়াছিল কিন্তু সিংহ তাহার কিছুমাত্র হিংসা করে নাই, ইহা পূর্ব্বে

লিখিত হইয়াছে। তদ্রূপ হিরণ্যকশিপু রাজা ঈশ্বর-ভক্ত প্রহ্লাদকে হস্তিদ্বারা মারিতে আজ্ঞা করিলে হস্তী তাহাকে মারে নাই। এবং প্রহ্লাদের গাত্রে সর্প লাগাইয়াছিল, সর্প তাহাকে দংশন করে নাই ইতি।

টেষ্টমেণ্টে পাচ সহস্র লোককে আহার দেওন।

"অন্য এক সময়ে অনেকানেক লোক যিশুর নিকটে আইলে তিনি তাহাদিগকে অরক্ষক মেষের ন্যায় দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিশিষ্ট হইলেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ তাঁহাকে কহিল এ নির্জ্জন স্থান, বেলাও অবসান, লোক সকলকে বিদায় করুন; তাহারা গৃহে গিয়া আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করুক। কারণ উহাদের সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার করাও। তাহারা কহিল আমরা কি দুই শত সিকির রুটী ক্রয় করিয়া উহাদিগকে ভোজন করাইব।" তখন তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদের নিকট কত রুটি আছে? তাহারা গিয়া দেখিয়া "তাঁহাকে কহিল, পাঁচখান রুটী ও দুইটা মৎস্য আছে। তখন তিনি লোকদিগকে নবীন নবীন ঘাসের উপর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে লোক

সকল শত শত ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন এক এক শ্রেণী হইয়া বসিল। পরে তিনি সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের স্তব করিলেন। এবং রুটি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পরিবেশনার্থে শিষ্য-দিগকে দিলেন, আর দুই মৎস্য অংশ করিয়া সকল লোকদিগকে দিলেন। তাহাতে সকলে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। প্রায় পাঁচ সহস্র লোক ভোজন করিলেও তাহারা অবশিষ্ট রুটীতে ও মৎস্যেতে আরও ডালি পরিপূর্ণ করিয়া উঠাইয়া লইল।" তদ্রূপ মুসলমান শাস্ত্রে কেসাসুলেম্বিয়াতে যখন হেজরত মহম্মদ সসৈন্যে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অসংখ্য সৈন্য ছিল। তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মহম্মদকে কহিল, কিন্তু ভাণ্ডারে /৪ মাত্র আটা ছিল। মহম্মদ সেই /৪ সের আটা আনীত করিয়া তাহার রুটী প্রস্তুত করাইয়া অসংখ্য লোকের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রে দ্রৌপদী অত্যল্প শাকান্নে দুর্ব্বাসা মুনির ষষ্টি সহস্র শিষ্যের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছিলেন এবং মুসলমান শাস্ত্রের মতে মহম্মদ সসৈন্যে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। এক দিবস আরবের পশ্চিম দেশে আগত হইয়াছিলেন। তথায় বিন্দুমাত্রও জল ছিল না। এবং সৈন্য সকল পিপাসাতুর হইবায় মহম্মদ ভূমিতে শরাঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে প্রস্রবণের

ন্যায় জল নির্গত হইল এবং তাঁহার অসংখ্য সৈন্য-সামন্তগণ জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল।

"তথাহি বাইবলোক্ত ইস্রাইলের লোকেরা সীন প্রান্তরস্থ কান্দশের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকিল। তখন ঐ স্থানে জল না পাইবাতে সকল লোক মূষার ও হারুণের বিপরীতে বিবাদ ও বচসা করিল। তাহাতে মূষা প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যে তোমরা দুই জনে যষ্টি লইয়া সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর, পরে তুমি তাহাদের সম্মুখে পর্ব্বতকে জল দিতে কহ, তাহাতে জল নির্গত হইবেক। অনন্তর মূষা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের মণ্ডলীকে একত্র করিয়া কহিল, হে অত্যাচারিগণ! মনোযোগ কর, আমি কি তোমাদের নিমিত্তে এই পর্ব্বত হইতে জল নির্গত করিব? কিন্তু মূষা পর্ব্বতকে কিছু না কহিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপন হস্ত বিস্তার করিয়া দুইবার যষ্টি দ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করিল। তাহাতে পর্ব্বত হইতে অতিশয় বলে জল নির্গত হইলে সমুদয় মণ্ডলী ও তাহাদের শিশু সকল জলপান করিল। মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বে ভীষ্ম শরশয্যায় নিপতিত হইয়া জলপানাশয়ে দুর্য্যোধনকে বারি জন্য নিদেশ করিলে, দুর্য্যোধন স্বুবর্ণ ভৃঙ্গার পূর্ণ শীতলবারি ভীষ্মকে প্রদান করণোদ্যত

হইলে, ভীষ্ম কহিলেন, এমত সময়ে সুবর্ণপাত্রে কূপোদক পানোপযুক্ত নহে, তাঁহাতে মহাবীর পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীষ্মের অভিপ্রায় জানিয়া স্বগাণ্ডীব ধরিয়া ধরাতে শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার বিশুদ্ধবারি প্রস্রবণের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া ভীষ্মের মুখে নিপতিত হইল, ভীষ্ম ঐ জলপানে পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

টেষ্টমেণ্টোক্ত যীশুর শিষ্যেরা হ্রদ পার হইবার নিমিত্তে নৌকাতে আরোহণ করিল. তিনি সেই স্থানে থাকিয়া পর্ব্বতের উপর গিয়া প্রার্থনা করিলেন। রাত্রি কালে নৌকা সমুদ্রের মধ্যে উপস্থিত হইলে অত্যন্ত বাতাস ও ঢেউ হইয়াছিল। যীশু তাহা জানিয়া চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে পদব্রজে জলের উপর দিয়া তাহাদের নিকটে গেলেন, কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপর হাঁটিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ ভূত ভূত বলিয়া শঙ্কাতে চেঁচাইল। তৎক্ষণাৎ যীশু উত্তর দিয়া কহিলেন, স্থির হও, ভয় নাই, এই আমি, তাহাতে পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো! যদি আপনি বটেন, তবে আপনকার নিকট জলের উপর দিয়া যাইতে আমাকে আজ্ঞা করুন। তখন যীশু কহিলেন, আইস। তাহাতে পিতর নৌকা হইতে নামিয়া জলের উপর হাঁটিয়া তাঁহার নিকটে গেল,

কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় দেখিয়া ভয়েতে জলে ডুবু ডুবু হইল, আর ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন। তখন যীশু হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিলেন, হে অল্প বিশ্বাসী! কেন সন্দেহ করিলা? অনন্তর তাহারা "নৌকা আরোহণ করিলে বাতাস নিবৃত্ত হইল। তথাহি হিন্দুশাস্ত্রে ব্রজলীলায় বসুদেব স্বীয় সদ্যোজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ঘোর নিশাকালে আপন ক্রোড়ে লইয়া নন্দালয়ে যাইতেছিলেন। কিন্তু যমুনানদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন প্রকার নৌকা না পাইবাতে চিন্তাকুল ছিলেন, পরন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে মায়ারূপী এক শৃগাল পদব্রজে যমুনা পার হইতেছিল, বসুদেব তাহা দৃষ্টি করিয়া শৃগাল অনুসারী হইয়া উত্তালতরঙ্গ যমুনা পদব্রজে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও সমুদ্রজলমধ্যে প্রবেশ করতঃ বহুকাল ব্যাপিয়া শঙ্খাসুর-সহ যুদ্ধ বিগ্রহ করতঃ তাহাকে নিধন করিয়াছিলেন, এবং জহ্নু মুনি জাহ্নবীকে নিঃশেষে পান করিয়া উদরে রাখিয়াছিলেন। তদতিরিক্ত কালকেয় অসুরগণ মুনিগণকে বিনাশ করিয়া সমুদ্রজলমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকিত, এবং সমস্ত মুনি ঋষিগণ অসুরভয়ে তপোবন পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগহ্বরে নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়া জীবন রক্ষা করিতেন। যাগ যজ্ঞাদি রহিত হইয়াছিল,

এবং তাঁহাদের তপোবন সকল পশুগণের উপবনের ন্যায় হইয়াছিল, পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুর সন্নিধানে অসুরকুল বিনাশোদ্দেশে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু আজ্ঞা করিলেন, যে সমুদ্র শোষণ চেষ্টা কর, পরন্তু দেবমণ্ডলী ভগবান্ ব্রহ্মা সহকারে মহর্ষি অগস্ত্য মুনির নিকটে গমন করিলেন এবং বিনীত ভাবে স্তুতি করিলেন যে পূর্ব্বে আপনি ছলকারী নহুষের ভয় ও সূর্য্যপথ রুদ্ধকারী বিন্ধ্যাগিরির ভয় খণ্ডন করিয়াছেন, এক্ষণে সদয় হইয়া সমুদ্র শোষণ না করিলে অসুরকুল বিনাশ হয় না। এমতে মহর্ষি অগস্ত্য মুনি সমুদ্র নিকটে সমাগত হইয়া বিনয় পুর্ব্বক সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে লোক হিত ও মঙ্গলার্থে আপনাকে আমি শোষণ করিব, তদনন্তর মুনিরাজ এক গণ্ডূষ করতঃ ক্ষণমাত্রেই সিন্ধুজল বিন্দুমাত্রাবশিষ্ট না রাখিয়া শোষণ করিলেন, এবং দেবগণ সমুদ্রে লুক্কায়িত অসুরগণকে নিধন করিলেন।

একদা যীশু জীরূসালমে গমনকালে আপন বন্ধু লাজারের ভারি পীড়ার বিষয়ে সংবাদ পাইলেন; তাহাতে তিনি কহিলেন, এ পীড়া জীবন নাশের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে এবং ঈশ্বরের পুত্রের সম্মান বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে হইয়াছে। পরে তিনি আপন শিষ্যগণকে কহিলেন,

আইস, আমরা পুনর্ব্বার যিহুদা দেশে ফিরিয়া যাই। তখন তাহারা উত্তর করিল হে গুরো! আমাদের শেষবার ঐ স্থানে গমনকালে তাহারা তোমাকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত ছিল, তথাচ আর বার কি সে স্থানে যাইবেন? তখন যিশু কহিলেন, দিবসে গমন করিলে কেহই উছট খায় না। পরে আরো কহিলেন যে, আমাদের বন্ধু লাজার নিদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাঁহাকে জাগ্রত করিতে যাইতেছি। যীশু মৃত্যুর বিষয়ে এ কথা কহিলেন, তাহা না বুঝিয়া তাঁহার শিষ্যের মধ্যে এক জন কহিল, সে যদি নিদ্রাগত হইয়া থাকে, তবে ভাল, কেন না পীড়া দূর হইবে। তখন যীশু স্পষ্টরূপে কহিলেন, লাজার মরিয়াছে, অতএব আইস আমরা তাহার নিকটে যাই। এই কথা কহিয়া যীশু শিষ্যগণের সহিত যাত্রা করিয়া বৈথনিয়া নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদ মৃত লাজারের বাটীতে উপস্থিত হইলে মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল। পরে যীশুকে দেখিয়া কহিল, হে প্রভো! আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। যীশু উত্তর করিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে। মার্থা কহিল, শেষ দিবসে উত্থান সময়ে উঠিবে, তাহা আমি জানি। তখন যীশু কহি-

লেন, আমি উত্থিতি ও জীবন স্বরূপ, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও বাঁচিবে, আর যে কেহ জীবদবস্থায় আমাকে বিশ্বাস করে, সে কখন মরিবে না। তুমি কি এই কথাতে বিশ্বাস কর? মার্থা কহিল, হাঁ, আপনি ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র জগতে অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশ্বাস করি, মরিয়ম তখনও গৃহমধ্যে ছিল, এবং অনেক যিহুদীলোক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল। পরে মার্থা যীশুর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপনে মরিয়মকে কহিল, যীশু এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তোমাকে ডাকিতেছেন। এই কথা শুনিয়া মরিয়ম শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে গেল। তাহাতে সে কবর স্থানে রোদন করিতে যাইতেছে, ইহা ভাবিয়া ঐ যিহুদীয়েরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। পরে মরিয়ম যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া চরণে ধরিয়া বলিল, হে প্রভো! আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। তখন যীশু তাহাকে ও যিহুদীয়দিগকে রোদন করিতে দেখিয়া আপনি শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিলেন। তাহাতে যিহুদীয়েরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন স্নেহ করিতেন; তৎক্ষণাৎ যীশু মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কোন্ স্থানে কবর দিয়াছ? যীশু যে তাহাকে জীবন দিতে

পারেন, ইহা না ভাবিয়া সে কবরস্থান দেখাইতে লইয়া গেল। এবং কহিল, হে প্রভো! আসিয়া অবলোকন করুন। কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া কবরের দ্বারের প্রস্তর সরাইতে যীশু আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে মার্থা কহিল, সে জীবিত নাই; দুর্গন্ধ হইয়াছে, অদ্য চারি দিবস কবরে আছে। যীশু কহিলেন, তোমাকে কি আমি কহি নাই, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন কবর হইতে প্রস্তর সরাইলে যীশু ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! তুমি আমার নিবেদন শুনিয়াছ, এই জন্য তোমার ধন্যবাদ করি, আর আমার বাক্য তুমি সর্তত শুনিয়া থাক, তাহা আমি জানি, কিন্তু তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এই কথাতে যেন লোকদের বিশ্বাস হয়, তন্নিমিত্তে ইহা কহিলাম। ইহা কহিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে লাজার! বাহিরে আইস, তখন সে কবরবস্ত্রে হস্ত পদাদি বদ্ধ ও গামছায় মুখবদ্ধ হইয়া বাহিরে আইল, যীশু কহিলেন, বন্ধন সকল মুক্ত করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেও। তখন ইহা দেখিয়া য়িহুদীয় লোকেরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকানেক লোক বিশ্বাস করিল।" "অপর এক দিবস যীশু নাইন নগরে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শিষ্য ও অন্যান্য অনেক লোক তাঁহার

সঙ্গে ছিল; পরে নগর দ্বারে উপস্থিত হইলে কতক লোক এক মৃত মনুষ্যকে বহিয়া নগরের বাহিরে যাইতে ছিল; সে তাহার মাতার একমাত্র পুত্র ছিল, এবং তাহার মাতা ও বিধবা স্ত্রী এবং নগরীয় অনেকানেক লোক তাহার সঙ্গে ছিল। প্রভু তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, কান্দিও না। পরে নিকট গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন, তাহাতে বাহকেরা স্থকিত হইয়া দাঁড়াইলে যীশু কহিলেন, হে যুবমানুব উঠ, আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কথা কহিতে লাগিল। পরে যীশু তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, আর লোক সকল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে একজন মহাভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইল, এবং ঈশ্বর আপন লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরে কফরনাহুমস্থ ভজনালয়ে যায়ীর নামক একজন অধ্যক্ষ যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে আপন বাটীতে আসিতে বিনয় করিল, কারণ তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা মাত্র ছিল, সেও মৃতকল্পা হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে যীশুর গমন কালে লোকের বড় সমারোহ হইল, কারণ প্রত্যেকে যীশুর নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করিল। সেই লোকদের মধ্যে ১২ বৎসরের প্রদর রোগ হইতে

মুক্ত হইবার নিমিত্তে চিকিৎসককে সর্ব্বস্ব দিয়াছিল, এমন এক স্ত্রী তাঁহার পশ্চাৎ দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল স্পর্শ করিল। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ প্রদর রোগ হইতে মুক্ত হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল, তাহাতে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, হে গুরো! লোক সকল চাপাচাপি করিয়া আপনকার গাত্রের উপরে পড়িতেছে, তথাচ কহিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ বিশ্বাস পূর্ব্বক স্পর্শ করিয়াছে, কেন না আম্মা হইতে শক্তি নির্গতা হইল, ইহা আমি নিশ্চয় জানিলাম, তখন ঐ স্ত্রীলোক ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া যীশুর সম্মুখে পড়িল এবং কিরূপে স্পর্শ করিল আর কি রূপে রোগ হইতে মুক্তি পাইল, তাঁহা সকল লোকের সাক্ষাতে কহিল, তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে! সুস্থিরা হও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল, তুমি কুশলে যাও, এই কথা কহিবার সময়ে যায়ীর নামক অধ্যক্ষের বাটী হইতে কোন লোক আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তোমার কন্যা মরিয়াছে, আর গুরুকে ব্যামোহ দিও না, তাহাতে যীশু অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, মনেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। পরে অধ্যক্ষের গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি পিতর যাকুব ও

যোহন এবং কন্যার পিতা ব্যতিরিক্ত আর কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না, আর ঘরের লোকেরা বিলাপ করিয়া রোদন করিলে যীশু কহিলেন, কান্দিও না, কন্যা মরে নাই নিদ্রিতা আছে। তাহারা তাহার মরণ নিশ্চয় জানিয়া তাঁহাকে উপহাস করিল। তখন তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, হে কন্যে! উঠ! তাহাতে তাহার প্রাণ পুনর্ব্বার শরীরে আগত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিল। এতদ্ভিন্ন লার্ড যীশু অনেক মৃত ব্যাক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন ইতি।

তদ্রূপ মুসলমানের কেস্‌সাস্থল এম্বিয়া কেতাবে লিখিত হেজরত মহম্মদ স্বীয় বন্ধু যাবেরের মৃত পুত্র-দ্বয়কে জীবন দিয়াছিলেন। তথাহি হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রে সাবিত্রী স্বীয় পতি সত্যবানের মৃত্যু হইলে স্বয়ং ধর্ম্ম-রাজ সত্যবানকে যমালয়ে আনিতে যাইলে, সাবিত্রী ধর্ম্মরাজকে স্তব স্তুতি করিয়া স্বীয় মৃতপতি সত্যবানের জীবন ও সত্যবানের জন্ম অন্ধ পিতা রাজা দ্যুমৎ-সেনের অন্ধতা নিবারণ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শুক্রাচার্য্য দেবাসুর-সংগ্রামে মৃত অসংখ্য দৈত্যগণকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়া-ছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবন্তি নগরে সন্দী-পন মুনির সন্নিধানে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ৬৪ দিবা

মধ্যে ৬৪ বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। বিদায় কালে মুনিবরের নিকটে দণ্ডবৎ করতঃ মুনিপত্নী সন্নিকটে বিদায় জন্য সমাগত হইলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য বালক বোধ করেন নাই, এবং স্বীয় পুত্র শোকে শোকাকুল হইয়া পূর্ব্বাবধি এই মনঃকল্পনা করিয়াছিলেন যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আলয় হইতে বিদায় হইবেন, তৎকালে মৃতপুত্রের জীবনদান যাচ্ঞা করিয়া লইব, এক্ষণে সেই কাল আগত হইলে মুনিপত্নী কৃষ্ণ সম্বোধনে কহিলেন, বৎস! তুমি শিশুকালে বিকটাকার পূতনা রাক্ষসী এবং মহাসুর তৃণাবর্ত্তাদিকে নিধন করিয়াছ। তুমি কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা মহাভার গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বহন করিয়াছ, তুমি মহাবিক্রমশালী অঘাসুর ও বকাসুরকে নিহত করিয়াছ, তুমি দাবানল পান করতঃ ব্রজবালকগণকে বিষমাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছ, তুমি বিষজল পানে মৃত গোপবালকগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ, তুমি ভগবান্ পিতামহ কর্ত্তৃক অপহৃত গোবৎস ও ব্রজবালকগণের অনুরূপ নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করিয়াছ, অতএব হে জগন্নাথ! আমার মৃত পুত্রের জীবন দান দিয়া আমার পুত্রশোক নিবারণ কর। আমাকে মাতৃ সম্বোধন করে এমত আর কেহ নাই! বৎস! যত দিবস তুমি আমাদের আলয়ে ছিলে, আমরা পুত্রভাবে ভাবনা করিয়াছি,

এবং আমাদের শোক তাপ মনে ছিল না, এক্ষণে তুমি বিদায় চাহিবাতে জগৎ শূন্যাকার দেখিতেছি এবং পূর্ব্ব শোকসাগর উচ্ছলিত হইতেছে এই কথা কহিতে কহিতে গদ্গদস্বরে মুনিপত্নীর গ্রীবা রোধ হইল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মাতঃ! চৈতন্য ধারণ করুন, আমি অচিরাৎ আপনার মৃত পুত্রকে আনিয়া দিতেছি, এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ যমালয়ে সমুপস্থিত হইয়া যমের নিকট হইতে গুরুর মৃত পুত্রকে আনিয়া গুরুপত্নীর শোক নিবারণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞে বভ্রবাহন মহাবীর অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলে তাহার মাতা চিত্রাঙ্গদা পতির শোকে শোকাকুল হইয়া পুত্রকে নানা মত ভৎসনা করিলে বভ্রবাহন পাতালে প্রবেশ ও নাগলোকদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া মৃতসঞ্জীবনী মণি আনিয়াছিলেন কিন্তু এদিগে খলনাগ অর্জ্জুনের ও বৃষকেতুর মস্তক হরণ করিয়া পাতালে নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত করিয়াছিল, অনন্তর বভ্রবাহন পাতাল হইতে মণি সহ আসিয়া দেখিলেন যে, অর্জ্জুনের ও বৃষকেতুর মস্তক নাই এবং ভাবিলেন যে, তাঁহার মণি আনয়ন বৃথা হইল এবং পিতৃহত্যার পাপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, পরন্তু অর্জ্জুনমাতা স্বপ্নাবেশে

অর্জ্জুনের ও বৃষকেতুর নিধন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিবাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে ছিন্নমস্তক মৃত অর্জ্জুন ও বৃষকেতু পতিত ছিলেন, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদের মুণ্ড হরণ করিয়াছে তাহার মুণ্ড খসিয়া পড়ুক এবং অর্জ্জুনের ও বৃষকেতুর মস্তক এইক্ষণেই তাহাদের স্কন্দ দেশে যোজিত হউক। কৃষ্ণ বচনে মুণ্ডাপহারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদ্বয়ের মস্তক খসিয়া পড়িল, এবং অর্জ্জুনের ও বৃষকেতুর মস্তক তাঁহাদের স্কন্ধদেশে যোজিত হইল, ও তাঁহারা মৃত শরীরে জীবন পাইলেন।

ইংরাজী টেষ্টমেন্টোক্ত লার্ড য়িশু ক্রাইষ্ট বহু অন্ধ ও খঞ্জকে আরোগ্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মুসলমান শাস্ত্রে কেসুসাম্বুল এম্বিয়ার উক্ত হেজরত মহম্মদের নিকটে এক ব্যক্তি জন্মমূককে তাহার পিতা লইয়া গিয়াছিল, মহম্মদ স্বীয় দাসগণ মধ্যে একজনকে যৎকিঞ্চিৎ জল আনিতে আদেশ করিলে, এক দাস হেজরত মহম্মদের নিকটে জল আনিয়া দিল। মহম্মদ ঐ জল উচ্ছিষ্ট করিয়া সেই মূককে পান করিতে আদেশ করিলেন, মূক ঐ জল পান করিবামাত্রেই আরোগ্য লাভ করিয়া বাক্ শক্তি পাইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে মুনি ঋষিগণ কত শত জরাজীর্ণ অন্ধ ও খঞ্জকে আরোগ্য করিয়াছেন তাহার নিরূপণ কে করে? এবং সাবিত্রী

উপাখ্যানে যম বরদানে সাবিত্রীর পতি সত্যবানের জন্মান্ধ পিতা দ্যুমৎসেনকে আরোগ্য করিয়া চক্ষুদান দিয়াছিলেন। এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসিনী কুব্জাকে কুব্জ রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা আগমনকালে মথুরা নগরস্থ জনসমূহ মনোল্লাসে কৃষ্ণদর্শনে কোলাহল পূর্ব্বক যাইতেছিল, পথিমধ্যে একজন জন্মান্ধ ও একজন খঞ্জ, লোক, কোলাহল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহারা কহিল যে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কংসালয়ে আসিতেছেন, আমরা তদ্দর্শনে যাইতেছি। অন্ধ খঞ্জকে কহিল, ভাইরে! শুনিয়াছি যে, শ্রীনন্দনন্দনের অপরূপ শোভা এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে জন্ম বন্ধন মুক্ত হয়, আহা! যদি আমার চক্ষু থাকিত তবে আমি দেখিতে যাইতাম, খঞ্জ কহিল, ভাইরে আমার যদি পদ থাকিত তবে আমিও দেখিতে যাইতাম। অন্ধলোক স্বভাবতঃ বুদ্ধিবান্ হয়, সে কহিল, ভাইরে শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদিগকে আরোগ্য করিতে পারেন না? আমি জানি তিনি সকলই করিতে পারেন, আমাদের কর্ম্ম দোষে এমত প্রকার ভাগ্য হইয়া থাকিলেও তিনি তাহা মার্জ্জনা করিতে পারেন, ভাল, ভাই রে! চল, আমার পদ আছে চক্ষু নাই, কিন্তু আমি তোমার পদ হইব, আর তোমার পদ

নাই চক্ষু আছে, তুমি আমার চক্ষু হইয়া আমার স্কন্ধে চড় এবং আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল; এই প্রকার উভয়ে পরামর্শ অবধারণ করিয়া অন্ধের স্কন্ধে খঞ্জ চড়িয়া চলিল, এবং যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের রথ আসিতেছে, তথায় উভয়ে উপস্থিত হইবামাত্র উভয়েই আরোগ্য লাভ করিয়া উভয়েই উভয়কে কহিল, যে আমি নীরোগ হইয়াছি। অন্ধ কহিল, যে আমি অরুণপ্রায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছি, আর সকলই দৃষ্ট হইতেছে। খঞ্জ কহিল, যে আমিও এই দেখ চলিতে পারিয়াছি বলিয়া অন্ধের স্কন্ধ হইতে ভূমিতে লম্ফ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

মুষার মায়াবিযুদ্ধ।

ইংরাজী ও মুসলমান ধর্ম্ম পুস্তক মতে পরমেশ্বর মুষাকে মিছর দেশের রাজা ফিরোণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলে, মুষা ফিরোণের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন; প্রথমে মুষা আপন যষ্টি নীল নদীর উপরে বিস্তার করিলে তাহার জল রক্ত হইয়া গেল; পরে ফিরোণ ঈশ্বরের কথাতে মনোযোগ না করাতে হারোণ আপন হস্ত মিছর দেশীয় জলের উপর বিস্তার করিলে সকল দেশ এমত ভেকে পরিপূর্ণ হইল, যে গৃহ ও শয়নাগার ও শয্যা ও তুন্দুর ও আটা মর্দ্দনের পাত্র

এ সকল স্থানে ভেক প্রবেশ করিল। তখন ফিরোণ মূষাকে বলিল, আমার দেশ হইতে এ সকল ভেককে দূরীকরণার্থে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর; পরে আমি তোমার লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব; তাহাতে মূষা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে সকল ভেক এক দিনেই মরিল। অনন্তর লোকেরা সেই মৃত ভেক সকল একত্র করিয়া ঢিবি করিলে দেশে মহা দুর্গন্ধ হইল, কিন্তু ফিরোণ পুনরায় আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া ইসরাইল লোকদিগকে যাইতে দিল না, পরে হারোণ আপন যষ্টি উঠাইয়া ধূলির উপর প্রহার করিল, তাহাতে সেই ধূলি মনুষ্য ও পশুদের উকুন হইল, পরে মায়াবিলোকেরা এরূপ করিতে না পারাতে ফিরোণকে বলিল, ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরের অঙ্গুলীকৃত তথাপি রাজার অন্তঃকরণ কঠিন থাকিল, তৎপরে সমুদয় মিসর দেশে মশকের ঝাঁক হইল, তাহাতে লোকদের বড় ক্লেশ হইলে ফিরোণ কিঞ্চিৎ নম্রতা প্রকাশ করিল এবং মূষার প্রার্থনাতে পরমেশ্বর সেই মশকদিগকে দূর করিলেন, কিন্তু ফিরোণ ইসরাইলের লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে পূর্ব্ববৎ অসম্মত থাকাতে পরমেশ্বর মিসরীয়দিগের পশুর মধ্যে মড়ক জন্মাইলেন। তাহাতে মিসরীয়দের লক্ষ লক্ষ পশু মরিল, কিন্তু ইসরাইল বংশের একটী পশুও মরিল না, তথাপি ফিরোণ সেই-

রূপ কঠিন থাকিল। পরে মূষা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে চুল্লির ভস্ম লইয়া ফিরোণের সম্মুখে আকাশের দিকে ছড়াইয়া দিল, তাহাতে সকল মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল। তখন মায়াবিলোকেরা মূষার সম্মুখে থাকিতে পারিল না, কেন না তাহাদের গাত্রেও স্ফোটক হইল। ইহাতেও ফিরোণের অন্তঃকরণ কঠিন থাকিল, পরে মূষা পুনরায় আপন যষ্টি আকাশের দিকে উঠাইল, দুঃসহ ঝড়, মেঘ গর্জ্জন ও শিলা বর্ষণ ও অগ্নি বৃষ্টি হইল; এরূপ মিছরদেশের স্থাপনাবধি কখন হয় নাই, ক্ষেত্রের বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইল, এবং ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকল শিলা বৃষ্টিতে নষ্ট হইল, তাহাতে ফিরোণ মূষাকে ও হারোণকে শীঘ্র আনিতে আজ্ঞা দিল, মূষা আইলে, ফিরোণ তাহাকে কহিল, এইবার আমি পাপ করিলাম, অতএব এই মেঘ গর্জ্জন ও শিলা বৃষ্টি আর যেন অধিক না হয়, এই নিমিত্তে তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর। পরে মূষা ফিরোণের নিকট হইতে নগরের বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে মেঘ গর্জ্জন নিবৃত্ত হইল, কিন্তু ফিরোণের অন্তঃকরণ পূর্ব্বমত কঠিন থাকিল, পরে পূর্ব্ব বায়ুর আগমনে পঙ্গপাল উপস্থিত হইল, তাহা মিসরদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া অবশিষ্ট যে কিছু ছিল, সে সকলই ভক্ষণ করিল।

ফিরোণ পুনরায় মূষাকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, কেবল এইবার আমার পাপ ক্ষমা করিয়া আমার এই দুরবস্থা দূর কর। তখন মূষার প্রার্থনানুসারে পরমেশ্বর পশ্চিম বায়ু বহাইয়া দেশ হইতে পঙ্গপালকে সূফ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন, তথাপি ফিরোণ কঠিন থাকিল, তাহার পর মূষা আপন হস্ত আকাশের দিকে বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত সমস্ত মিসরদেশে এমত ঘোরতর অন্ধকার হইল যে, একজন অন্য জনকে দেখিতে পাইল না, এবং আপন আপন স্থান হইতে উঠিতে পারিল না। কিন্তু গোসন দেশে ইসরাইল বংশের বাসস্থান দীপ্তিময় ছিল, তখন ফিরোণ অতি-কঠিন হইয়া মূষাকে কহিল, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, কিন্তু সাবধান আমার মুখ আর কখন দর্শন করিও না, যে দিনে আমাকে দেখিবা সেই দিন মরিবা। ঐরূপ মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরু-কুলের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বাইবেল ও কোরাণোক্ত উক্ত মূষার সখা যেমত পরমেশ্বর হইয়াছিলেন তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবকুলের সখা হইয়াছিলেন।

ইংরাজী বাইবেল ও মুসলমানের কোরাণোক্ত মূষার মায়াবিযুদ্ধের ন্যায় হিন্দু মহাভারতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে অর্জ্জুন আপন ধনুক ধরিয়া দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতির প্রতিকূলে সর্প বাণ নিক্ষেপ করিলেন, এমন

কি শত সহস্রাধিক বা লক্ষাতিরেক সর্প অর্জ্জুন ধনু হইতে নির্গত ও ঊর্দ্ধ ফণা হইয়া কুরুযোদ্ধাগণ প্রতিকূলে ধাবমান হইল এবং তাহাদিগকে দংশনোদ্যত হইলে দ্রোণাচার্য্য আপন ধনু উত্তোলন করতঃ সর্পখাদক গরুড় বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং ঐ গরুড়বাণ সকল সর্পকে একেবারে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, পরে অর্জ্জুন আপন ধনু লইয়া টঙ্কার দিলে, অগ্নি বৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কুরুযোদ্ধা আপন ধনু লইয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত টানিবাতে বরুণ বাণ নিক্ষেপ হইয়া রণস্থল জলে প্লাবিত হইল এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করিল, তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন আপন ধনু লইয়া টঙ্কার দিল, তাহাতে শোষণ বাণ নির্গত হইয়া সমস্ত জল শোষিয়া ফেলিল, পরে পরস্পর বাণ যুদ্ধে শূন্যমার্গে শরজাল বিস্তারে দিবারজনী প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন জয়দ্রথবধ কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তস্থিত সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্য্যকে এইরূপ আবরণ করিয়াছিলেন যে, দিবা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া সকলেই রাত্রি হইয়াছে এমত বোধ করিয়াছিলেন।

মহাভারতে অশ্বমেধপর্ব্বে বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ।

তবে যুবনাশ্ব রাজা ক্রোধযুক্ত হইয়া।
অগ্নিবাণ পূরিলেন আকর্ণ পূরিয়া॥

জলবাণ এড়িলেন কর্ণের নন্দন।
জলবাণ দিয়া কৈল অগ্নি নিবারণ॥
বায়ু অস্ত্র নরপতি এড়িলেন রণে।
পর্ব্বতাস্ত্রে নিবারয়ে কর্ণের নন্দনে॥
সর্পবাণ যুবানাশ্ব কৈলা অবতার।
গরুড়াস্ত্রে কর্ণসুত করিলা সংহার॥

ইংরাজী বাইবেলোক্ত সুরিয়াদেশীয় রাজার নয়মান নামক এক জন সেনাপতির কুষ্ঠ হইল, কিন্তু তাহার স্ত্রীর এক ইস্রায়েলীয়া দাসী ছিল। সে আপন কর্ত্রীকে কহিল, যে আমার প্রভু যদি সমীরণে ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যান, তবে বোধ হয় সে তাঁহাকে কুষ্ঠ হইতে মুক্ত করিবে। নায়মান ইহা শুনিয়া উপহারার্থ অনেক বহু মূল্য দ্রব্য লইয়া মহাসমারোহ-পূর্ব্বক ইস্রায়েল দেশে গেল; পরে সে ভবিষ্যদ্বক্তার গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলে ইলিসায় দুত পাঠাইয়া তাঁহাকে কহিল, যরডন নদীতে যাইয়া সপ্তবার স্নান কর; তাহাতে কুষ্ঠ মোচন হইবে। সে তাঁহার বাক্যানুসারে যরডন নদীতে সাতবার ডুব দিল, তাহাতে তাহার মাংস ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় পুনর্ব্বার কোমল হইয়া শুচি হইল। হিন্দুশাস্ত্রে তদ্রূপ জাহ্নবী জলস্পর্শে সগর রাজার ষষ্টি সহস্র ভস্মীভূত পুত্রগণের কমনীয় কলেবর হইয়াছিল। বাইবেলোক্ত এলাইসার অগ্নিময় ঘোটক স্বর্গে গিয়া-

ছিল, তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে অর্জ্জুনের রথ শূন্য মার্গে গমন করতঃ স্বর্গে গিয়াছিল, এবং অর্জ্জুন স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট বাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সাল্ব রাজার রথ শূন্য মার্গে গমন করিত, এবং মুসলমান পুরাবৃত্তে সলেমানের তক্ত শূন্য মার্গে গমন করিত, এবং কেস্সাস্সুল এম্বিয়া মুসলমানের ইতিহাসে হেজরত ইদরিস সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন এবং হিন্দুপুরাণ মতে রাজা যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, এবং হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বাভিধানে আকাশগামী রথের নাম বিমান ও ব্যোমযান শব্দে শব্দিত আছে। ইংরাজী শাস্ত্র মতে এলাইসার আশীর্ব্বাদে বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান হইয়াছিল এবং এবরাহেমের স্ত্রী সাধার অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে ঈশ্বরের দূতের আশীর্ব্বাদে সন্তান হইয়াছিল। তথাহি হিন্দু শাস্ত্রমতে জরৎকারু মুনির আশীর্ব্বাদে বন্ধ্যার সন্তান হইয়াছিল।

মুসলমানের কোরাণোক্ত তীর্থ স্থান মক্কা প্রকাশ আছে। তদ্রূপ ইংরাজী বাইবেলোক্ত যরূজিলেম কবর স্থান তীর্থরূপে খ্যাত আছে। তদনুসারে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কাশী গয়া ও বৃন্দাবন আদি তীর্থরূপে মান্য আছে। ইংরাজী বাইবেলোক্ত পূর্ব্বতন যরডন নদীর বিশুদ্ধ জল মান্য আছে, তদ্রূপ কোরাণেও আবয়ংয়ম্ জলময় তীর্থরূপে খ্যাত আছে।

তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে গঙ্গাদি জলময়তীর্থ রূপে মান্য আছে।

ইংরাজী টেষ্টমেণ্টে স্থানে স্থানে মেঘ হইতে দৈববাণী হইয়াছিল যে, য়ীশু খৃষ্ট আমার প্রিয় পুত্র এবং তাঁহাতেই আমার প্রীতি আছে এবং স্থানে স্থানে ঈশ্বরদূত ঐশী বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্রূপ মুসলমান শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গিব্রেল ও মেকায়েল প্রভৃতি ঈশ্বর দূতগণ স্থানে স্থানে দৈববাণী প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা হেজরৎ মহম্মদ কোরাণ সরিফ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাহি হিন্দু শাস্ত্রে স্থানে স্থানে দৈববাণী হইয়াছিল। কংসের প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল যে, তোমার ভগিনী দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তোমাকে ধ্বংস করিবে এবং ইন্দ্রের প্রতি নমুচি বিনাশ জন্য আকাশ হইতে দৈববাণী হইয়াছিল যে, জলফেণ ব্যতিরেকে নমুচি নিধন প্রাপ্ত হইবে না এবং বশিষ্ঠ মুনির প্রতি আকাশবাণী হইয়াছিল যে, তোমাকে দুষ্টেরা মনুষ্যমাংস ভোজন করাইবে ইতি।

ইংরাজী বাইবেল মতে য়ীশুখৃষ্ট মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া অশেষবিধ অলৌকিক কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন, তদ্রূপ হিন্দু শাস্ত্রমত পরমেশ্বর মানব অবতার হইয়া অসুরকুল বিনাশ করতঃ নানাবিধ

অলৌকিক কার্য্যাদি সম্পাদন/ করিয়াছেন। ইংরাজী শাস্ত্র মতে পরমেশ্বর কপোত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্র মতে পরমেশ্বর সিংহ ও বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমান কোরাণ ও ইংরাজী বাইবেল ও টেষ্টমেণ্ট মতে ঈশ্বরদূত ঐ গিব্রেল অর্থাৎ এঞ্জেল স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতেন। হিন্দুশাস্ত্র মতেও দেবগণ মর্ত্যলোকে অবতরণ করিতেন।

ইংরাজী টেষ্টমেণ্টোক্ত ও মুসলমান কোরাণোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীও সিদ্ধ হইয়াছে, কতিপয় বাণী বক্রী আছে, কালাগত হইলে সফল হইবেক। লার্ড য়িশুখ্রীষ্টের শুভ জন্ম মৃত্যুর বৃত্তান্ত তাঁহার জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল এবং মুসলমান তর্ত্তরেৎ শাস্ত্রে হেজরৎ মহম্মদের জন্ম আহমদ্ আসিবেন বলিয়া বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে বাল্মীকিমুনি শ্রীরামচন্দ্রের শুভ জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার জন্মের ষষ্টিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রাম না হইতে রামায়ণ হইয়াছিল।

লার্ড য়িশুখ্রীষ্ট রাজবংশোদ্ভব ছিলেন তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও রাজবংশোদ্ভব ছিলেন লার্ড য়িশুর হিরোদ-

নামক রাজা মহাশত্রু ছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মহাশত্রু কংসরাজা ছিলেন। হিরোদ লার্ড য়িশুখ্রীষ্টকে বাল্যকালে মারিতে চেষ্টিত ছিলেন। তদ্রূপ কংসরাজও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণকে মারিতে চেষ্টিত ছিলেন এবং যেমত হিরোদ রাজা, লার্ড য়িশু কোথায় আছেন ও তিনি কে, তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া তদ্দেশস্থ সমস্ত বালকগণকে মারিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে কংসরাজও শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন ও শ্রীকৃষ্ণ কে তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া সমস্ত তদ্দেশস্থ বালকগণকে মারিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এবং লার্ড য়িশুখ্রীষ্ট নিজ জন্মস্থান হইতে পলায়িত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার মাতা মেরিয়েম রোরুদ্যমানা ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ জন্মস্থান হইতে পলায়িত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার মাতা দৈবকী রোরুদ্যমানা ছিলেন, লার্ড য়িশু যেমত কোমল ও দয়ালু ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কোমল ও দয়ালু ছিলেন, যেমত লার্ড য়িশুখ্রীষ্ট ভক্তাধীন ও ভক্তবৎসল ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও ভক্তাধীন ও ভক্তবৎসল ছিলেন। যেমত লার্ড য়িশু পর্ব্বতভার বহন করিতে পারিতেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতভার বহন করিয়াছিলেন।

য়িশুখ্রীষ্টের মূর্ত্ত্যন্তর হওনের বিষয়।

শেষবার যীরূশালমে যাত্রা করণের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে য়ীশু আপন শিষ্যগণের মধ্যে পিতর ও যাকুব ও যোহন এই তিনজনকে সঙ্গে লইয়া অতি নির্জ্জন স্থানে পর্ব্বতের উপর গেলেন। পরে প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মুখের আকৃতি সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় হইল এবং তাঁহার পরিচ্ছদ হিমের সদৃশ শুভ্রবর্ণ হইল, জগতের মধ্যে কোন রজক তাদৃশ শুভ্রবর্ণ করিতে পারে না। এবং মূষা ও এলিও দর্শন দিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। মূষা ও এলিও এই দুইজন দৃশ্য হইয়া যীরূশালমে কি রূপে মৃত্যু সাধন করিবেন, তদ্বিষয়ের কথা কহিতে লাগিলেন। তথাহি হিন্দুশাস্ত্রে অবতারগণ চতুর্ভুজ ষড়ভুজ মূর্ত্তি ও বিরাট মূর্ত্তি দাসগণকেও দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্বকার মনুষ্যগণের পরমায়ু অধিক ছিল। আদমের ৯৩০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি মরিলেন, নোহের ৯৫০ বৎসর এবং মিন্থুসালহের ৯৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল, নোহের পৌত্র অরফক্সদার ৪৩৮ বৎসর ও তাহার পুত্র ৪৩৩ বৎসর ও তাহার পৌত্র ৪৬৪ বৎসর বাঁচিল। তদনুরূপ হিন্দুশাস্ত্রমতে পূর্ব্বকার লোকের পরমায়ু দশহাজার বৎসর ছিল লিখিত আছে,

এবং লোমশমুনির অসংখ্যবৎসর বয়ঃক্রম বর্ণিত আছে; এবং বাল্মীকিমুনি ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন'।

ইংরাজী টেষ্টমেণ্টে ঈশ্বর, ঈশ্বর পুত্র এবং পবিত্রাত্মা তিনই এক এবং একই তিন বর্ণিত আছে, ইহাকে ট্রিনিটী অর্থাৎ তিনই এক ও এক তিনের সমান কহা যায়। এবং মুসলমান শাস্ত্রে মেরিয়েম প্রভুর মাতা ও পুত্র লার্ড য়ীশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার পিতা, এই তিন একই বর্ণিত আছে, তাহাকে মুসলমানেরা একানিমসল্‌সা কহেন। ফলে লার্ডের পিতাকে স্বীকার করাতে এক প্রকারে তাহারাও ট্রিনিটী স্বীকার করিতেছেন, বলিতে হয়। তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিনই এক এবং একই তিন এবং হিন্দুগণ তাহাকে প্রণব বলিয়া উক্তি করেন।

ইংরাজী টেষ্টমেণ্টোক্ত লার্ড য়ীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে হত জন্য ধৃত হইলে, তখন য়ীশু (তাঁহার একদাস) পিতরকে কহিলেন, তোমার খড়্গ স্বস্থানে রাখ, আমার পিতা আমাকে যে বাটি দেন, তাহা কি আমি গ্রহণ করিয়া পান করিব না ? আর দেখ ; যদি আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করি, তবে এক্ষণে আমার রক্ষার্থে দ্বাদশ বাহিনী স্বর্গীয় দূত পাঠাইতে তাঁহার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে যাহা যাহা লিখিত

আছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবেক। তদ্রূপ হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যাহা যাহা লিখিত আছে তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবেক বলিয়া তদন্যথা মতে লীলাকারিগণ কোন কার্য্য করেন নাই, যথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাপহারী রাবণকে নিধন করণার্থে সুগ্রীব নল ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ ও অতিকষ্টে সমুদ্র বন্ধন ও নানামত ক্লেশকর যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেন না, তিনি ও ঐশী শক্তি আকর্ষণে নিমেষমধ্যে রাবণাদিকে নিধন করতঃ সীতা উদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু রামায়ণে যাহা যাহা লিখিত আছে তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবেক জানিয়া তদ্রূপ করেন নাই, হিন্দুগণের এই মত অবধারণ টেষ্টমেণ্টোক্ত লার্ড যীশু খৃষ্টের বচনের সহিত ঐক্য হয়।

এক দিন সীমন নামে একজন ফীরুসী যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাহার গৃহে গেলেন ঐ নগরে কোন পাপী স্ত্রীলোক ছিল। যীশু ফীরুসীর গৃহে ভোজন করিতে আসিয়াছেন, সে স্ত্রী ইহা শুনিয়া এক শ্বেত প্রস্তরের কৌটায় সুগন্ধি তৈল লইয়া তাহার পশ্চাৎ চরণের নিকট দণ্ডায়মান হইল, এবং রোদন করিতে করিতে নেত্র জলের দ্বারা তাহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া আপন কেশ দিয়া মার্জ্জন করিয়া চুম্বন করিল, এবং সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল। তাহাতে ঐ নিমন্ত্রণকারী ফারুসী মনে মনে ভাবিল

ইনি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইতেন, তবে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে যে স্ত্রী, সে কি প্রকার তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেন, কেন না সে ব্যভিচারিণী। তখন যীশু তাহার মনোগত ভাব জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, হে সীমন্! তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাতে সে কহিল, হে গুরো! তাহা বলুন। তাহাতে তিনি কহিলেন, এক মহাজনের দুই জন ঋণী ছিল, তাহার মধ্যে একজন পাঁচ শত সিকি, আর এক জন পঞ্চাশ সিকি ধারিত। পরে তাহাদিগের সেই ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থাকাতে সেই মহাজন দুই জনকে ক্ষমা করিল, এখন বল, তাহাদের মধ্যে কে তাহাকে অধিক প্রেম করিবে। সীমন্ উত্তর দিল, আমার বোধ হয় যাহার অধিক ক্ষমা করিল, সেই অধিক প্রেম করিবে। তুমি যথার্থ বিচার করিলা, ইহা বলিয়া যীশু সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরিয়া সীমনকে কহিলেন, হে সীমন! এই স্ত্রীলোককে কি দেখিতেছ, আমি তোমার গৃহে আইলে, তুমি আমার পদপ্রক্ষলনার্থ জল দিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী নেত্রজল দ্বারা আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া আপন কেশ দিয়া মার্জ্জন করিল এবং তুমি আমাকে চুম্বন করিলা না; কিন্তু এই স্ত্রী আগমনাবধি আমার চরণ চুম্বন করিতে নিরস্ত হয় নাই। তুমি আমার মস্তকে কিছুই মর্দ্দন করিলা না,

কিন্তু এই স্ত্রী সুগন্ধি তৈল দ্বারা আমার চরণ মর্দ্দন করিল; অতএব ইহার অধিক পাপ ক্ষমা হইল, এ কারণ অধিক প্রেম করিতেছে। যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি ঐ স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার পাপ ক্ষমা হইল, তুমি কুশলে গমন কর। এবং বাইবেলোক্ত ডেবিড ও অন্য অন্য বহু জনের পাপ ঈশ্বর-সন্নিধানে ভজনা অর্চ্চনা দ্বারা, ক্ষমা হইয়াছে, তদ্রূপ মুসলমান-শাস্ত্রমতেও হেজরত ইদারসকে ঈশ্বরদূত ক্ষমা করিয়া স্বর্গ দর্শাইয়াছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রমতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে ভৃগু ইত্যাদির অপরাধ মার্জ্জনা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রমতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং মুসলমান-শাস্ত্রমতে পাপ বিমোচনার্থে যকাৎ দেওনের নিয়ম আছে এবং ভাগবতে ভগবান্ নারায়ণ অজামিল নামক পাপাত্মা ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের স্থানে যাইবাতে, মহা মহা পাপ ক্ষমা করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠে কুশলে থাকিতে স্থান দিয়াছেন এবং ইংরাজী বাইবেলমতেও এটোপমেণ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরের অসীম দয়ার আশা ও ভরসা সর্ব্বপ্রকার জাতিমধ্যে সর্ব্বলোকেই করিয়া থাকে। যদি ঈশ্বরের দয়া না থাকিত ও তিনি অপরাধ মার্জ্জনা না করিতেন, তবে কোন্ ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহাকে দয়াবান্ বলিত? সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বর ও

ঈশ্বরের অবতারগণ দয়া করিয়া অপরাধির অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন বর্ণিত আছে এবং সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বর-সন্নিধানে অপরাধ মার্জ্জনা ও ক্ষমার প্রার্থনা বর্ণনা আছে, তবে পরস্পর এইমাত্র ইতরবিশেষ আছে যে, হিন্দুরা মিথ্যা আড়ম্বর করত কতকগুলিন ফল ফুল জল ঘৃত ইত্যাদি লইয়া অধিষ্ঠাত্রী দেব দেবীর ও ঈশ্বর-পূজারাধনা করেন। অন্য জাতিরা তদ্রূপ করেন না। কেবলমাত্র ঈশ্বরসমীপে স্তুতিবাদের দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং হিন্দুগণ স্তুতিবাদই করেন, কেবল-মাত্র আড়ম্বর বেশী। ফলিতার্থে সকলেই ঈশ্বরারাধনা করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। পূজন অর্চ্চনার রীতি নীতি দেশাচার ভেদে ভেদ হউক না কেন? তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাদের শাস্ত্রোক্ত কার্য্যবিশেষে অধি-ষ্ঠাত্রী দেব দেবীর অর্চ্চনা হউক না কেন? তাহাতেই বা ক্ষতি কি? হিন্দু শাস্ত্রে অনেক দেব দেবী আছেন তাহা গণনা এবং কোন্ দেবতা কোন্ বিষয়ের অধি-ষ্ঠাত্রী দেব দেবী ঈশ্বর শক্তিদানে নিয়োজিত হইয়া-ছেন, ইহার নিরাকরণ অতিশয় দুরূহ তাঁহারা কেহ মোক্ষসাধিনী নহেন, কার্য্য কর্ম্ম সাধিকা মাত্র ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

কি হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরাজী এখানকার এই প্রচলিত তিন ধর্ম্ম পুস্তকেই মানব লীলাকারিগণের অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াদির বর্ণনা আছে; তাহার মধ্যে একটী সত্য হইলে, সকলই সত্য বলিতে হয়, আর একটী মিথ্যা হইলে সকলই মিথ্যা বলিতে হয়। লীলাকারিগণের অদ্ভুত এবং অলৌকিক আশ্চর্য্য লীলাদির প্রমাণ অপ্রমাণ উভয়ই অতি কঠিন এবং দুরূহ, কেবল মাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, যাহার মনে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হয় তাহার মনে লীলাদি সত্য জ্ঞান হয়, আর যাহার মনে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মে সে ব্যক্তির হয় না। কেহ কিছু দেখেন নাই, সকলকারই শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম পুস্তকে লীলাদির বর্ণনা আছে তবে কাহারো শাস্ত্রে প্রণালী ও শ্রেণীপূর্ব্বক বর্ণনা আছে এবং কোন্ অব্দে ও কোন্ সময়ে ঘটনা হইয়াছিল লিখিত আছে; আর কোন কোন শাস্ত্রে ও পুরাণে লীলাদির স্থূল বৃত্তান্তমাত্র লিখিত আছে, অব্দ ইত্যাদি লিখিত নাই। এইমাত্র সামান্য ইতর বিশেষ ও তারতম্যকে

কোন পক্ষের বাস্তবিক প্রমাণ বা অন্য পক্ষের অপ্রমাণ বলা যায় না, তাহা কেবল লীলাদি লেখকের বিজ্ঞানাভিজ্ঞতার ইতরবিশেষ বলিতে হইবে; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, কিন্তু যাহার বিশ্বাস হয় তাহার পক্ষে ঐশিক ক্ষমতা প্রবল প্রমাণ, তাহার মনে সন্দেহ হয় না, তাহার মনে অন্য ভাব হয় না ও তাহার মনে বিকল্প হয় না, সে ঈশ্বর শক্তিতে কি না হইতে পারে বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি অনুসারে লীলাকারিগণের লীলাদি বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বর মনুজকেও কি না ক্ষমতা দিতে পারেন? বিশ্বাসই ধর্ম্মমূল বলিতে হয়, প্রমাণ অতি কঠিন ও দুষ্প্রাপ্য যথা টেষ্টমেণ্টোক্ত—

1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.

2. For by it the elders obtained a good report.

3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts; and by it he being dead yet speaketh.

5. By faith Enoch was translated that he should

not see death and was not found, because God has translated him; for before his translation, he had this testimony that he pleased God.

6. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God, must believe that he is, and that he is a rewarder of them that deligently seek him.

7. By faith Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which, he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.

অস্যার্থ। বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয় এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রামাণিক কারণ, সেই বিশ্বাস দ্বারা প্রাচীন লোকেরা (উত্তম) সাক্ষ্য বিশিষ্ট হইয়াছিল, ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস দ্বারা অবগত হইতেছি। বিশ্বাস হেতু হাবিল ঈশ্বরের উদ্দেশে কাবিল, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিদান করিল, এবং তাহার দ্বারা সে যে পুণ্যবান্ তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য বিশিষ্ট হইল। ফলতঃ ঈশ্বর তাহার দানের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বারা সে হত হইলেও অদ্যাপি কথা কহি-

তেছে। বিশ্বাস হেতু ইনক্ মৃত্যুর দর্শন ব্যতিরেকে লোকান্তরে নীত হইল, তাহাতে তাহার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না, কেন না ঈশ্বর তাহাকে লোকান্তরে নীত হওনের পূর্ব্বে সে যে ঈশ্বরের সন্তোষের পাত্র এমত সাক্ষ্য পাইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সন্তোষ পাত্র হইতে পারা যায় না, কারণ তিনি যে আছেন এবং আপনার অন্বেষণকারিগণের প্রতি ফলদাতা আছেন, ইহা বিশ্বাস করা তাঁহার নিকট গমনকারী লোকেরই উচিত, বিশ্বাস হেতু নোহ অপ্রত্যক্ষ ভাবী বিষয়ে ঈশ্বরীয় আদেশ পাইয়া ভীত হইয়া আপন পরিবারের রক্ষার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহা দ্বারা জগজ্জনের দোষ দেখাইয়া আপনি বিশ্বাসের প্রাপ্য পুণ্যের অধিকারী হইল ইতি।

বিশ্বাসের দ্বারা শিশু প্রহ্লাদ স্ফটিকস্তম্ভ হইতে হিরণ্যকশিপু রাজাকে ভগবান্ নৃসিংহ দেব দর্শন করাইয়াছিলেন।

বিশ্বাস দ্বারা শিশু ধ্রুব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু দর্শন না করিয়া ধ্রুবলোকে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। বিশ্বাস দ্বারা রাজা রঘুর গাভী পালনে সন্তান উৎপত্তি হইয়া রঘুবংশ রক্ষা করিয়াছিল, বিশ্বাসের দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রাহরণে লজ্জা নিবারণ হইয়াছিল, দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কেহ নগ্না

করিতে পারে নাই তিনি কোন মতেই বিবস্ত্রা হয়েন নাই ইতি।

মুসলমান শাস্ত্র মতেও বিশ্বাস দ্বারা খলিন-উল্লাকে নুমরূদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে তাহার গাত্রে অগ্নি স্পর্শ হয় নাই।

তদ্রূপ বিশ্বাস দ্বারা হেজরৎ মহম্মদ ভূমিতে শর-বিক্ষেপণে অসংখ্য লোককে জলপানে তৃপ্ত করিয়া-ছিলেন।

বিশ্বাসের দ্বারা হেজরত মহম্মদ জাবেরের পুত্রকে জীবন দিয়াছিলেন। বিশ্বাসের দ্বারা হেজরত মহম্মদ য়ীহুদিদত্ত বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া অক্লেশে ছিলেন। এই শাস্ত্রত্রয়োক্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, বিজ্ঞগণ বিবেচনা করিয়া দেখি-লেই কোন না কোন বিশেষ সুপ্রবৃত্তি পাইবেন, পর-স্পর শাস্ত্রত্রয়ের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ ভেদাভেদ থাকুক না কেন, তাহাতে ক্ষতি কি, সমন্বয় করিলে, আশ্চর্য্য ক্রিয়াদির মূল তাৎপর্য্য শাস্ত্র-ত্রয়ে একই আছে। মানবাকার হইয়া অবতারগণ যে সকল অদ্ভুত অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন তাহা কেবল লোক সমক্ষে লোক দর্শনার্থে লোকের শ্রদ্ধাজন্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজ ভড়ং জন্য নহে।

সকল শাস্ত্রেই অগ্রে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুমাত্র ছিল না, সিদ্ধান্ত আছে, তিনি সমস্ত বস্তুর অভাব ও অসত্তা হইতে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন এবং জীবসমূহের সমৃদ্ধি-অর্থে চারি প্রকার জড়প্রবাহ করিয়াছেন। ঐ চারি প্রকার জড় প্রবাহ সূত্রে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে। জরায়ু জড়প্রবাহ হইতে মনুষ্য পশ্বাদির সমৃদ্ধি হইতেছে, অণ্ডজ প্রবাহ হইতে পক্ষি সর্পাদির সমৃদ্ধি হইতেছে, আর স্বেদজ হইতে মশকাদির সমৃদ্ধি হইতেছে এবং উদ্ভিজ্জ প্রবাহ হইতে তৃণ বৃক্ষ পর্ব্বতাদির সমৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু এই সকলেরই আদি বীজ ভূতাত্মা সেই পরম পিতা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য নহে। মনুষ্যগণ, জগৎ পদার্থের উৎপত্তির কোষ ও হেতু ইত্যাদি দৈনিক দর্শনে প্রথমত অভাব ও অসত্তা হইতে এবম্ভূত বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আশ্চর্য্যতা এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহার মনে প্রথমতঃ জগৎ উৎপন্ন হওনের আশ্চর্য্যতায় বিশ্বাস উদয় হয় তাহার মনে ঐ লীলাকারিগণের অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্যাদি সম্পাদন সম্বন্ধে বিশ্বাস ও প্রত্যয় হইয়া থাকে, একটি বালুকাকণার কি প্রকার উৎপত্তি ও কি কি গুণ ও তাহার স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বা কি এবং ঐ বালুকাকণাতে কত শত সহস্র জীবাদি বাস করতঃ জগদানন্দ ভোগ করিতেছে, তাহা মনুজগণ নির্দ্ধার্য্য করিতে কি

শক্তি রাখেন এবং ঐ একটী বালুকাকণার উৎপত্তি হওনের কি আশ্চর্য্যতা নাই ? বিজ্ঞগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ঐ কণা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে প্রকার আশ্চর্য্যতা আছে তাহা মনুষ্যগণের বুদ্ধির অগম্য; তদ্রূপ লীলা-কারিগণের অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য।

যখন বিশ্বজনক প্রথমেই সূর্য্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা যদি কেহ দেখিত, তবে সে যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইত ও তাহার মনে যে কি পরিমাণে আনন্দ অনুভব হইত এবং সে যে তাহাতে কি পর্য্যন্ত প্রেম ও প্রীতি করিত, তাহার ইয়ত্তা হয় না, এক্ষণে ভাবিয়া দেখিলেই তৎপরিমাণের ন্যূনতা নাই। তাহা কে কি নিরূপণ করিয়াছেন, ও কে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কে কত দূর ভাবিয়াছেন ও কে ভাবিতে শক্যতা রাখেন। মনুষ্যের সীমাযুক্ত অল্পবুদ্ধি যত দূর গমন করিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত গমন ও অন্বেষণ করিয়া নিস্তব্ধ হইতে হয়, এবং পরিণামে বিজ্ঞগণ ক্ষান্ত হইয়া সর্ব্বাশ্রয়ের মহিমায় আশ্রয় লয়েন এবং নিস্তব্ধতা-বলম্বন করেন, এবং তথায় মহানন্দানুভব করেন। অবিজ্ঞেরা তমসাচ্ছন্ন চিত্তে অন্ধকার অনুভব করেন।

বুদ্ধির অগম্য বিষয় সম্বন্ধে অপূর্ণ ক্ষত সিদ্ধান্তকারীর সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই নহে, অনুমান কিছু প্রমাণ নহে,

তাহা সকলকার এক প্রকারও নহে, ও এক মতও দৃষ্ট হয় না আর তথায় ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্র চলে না এবং বলে না। ন্যায় বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা গূঢ় আবিষ্কার হয় না। সামান্য শিক্ষায় মনুষ্য জ্ঞানবান্, কি বিদ্বান্ হয় না, বিদ্যার বৃক্ষ হইতে উদ্দেশ্য ঐশিকজ্ঞান ফল না হইলে বিজ্ঞান শব্দে অভিধান হয় না। হিন্দু ও মুসলমান ও ইংরাজ ধর্ম্ম পুস্তকের লিখিত মানব লীলাকারিগণের নানাবিধ অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যাদি ঐশিক গূঢ় ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিলে কিছুমাত্র সন্দেহ ও বিকল্প থাকে না। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই মানব লীলাকারিগণের অলৌকিক অদ্ভুত লীলাদি বর্ণনা আছে, তাহা ন্যায় মত নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে সকল প্রকার প্রাচীন ধর্ম্মমর্য্যাদা বিনষ্ট হয়, যদিচ উল্লিখিত অদ্ভুত লীলাদি মিথ্যা রচনা হইয়া থাকে কিন্তু তাহাও ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমা এবং লোক উপদেশ জনিত ব্যতীত অন্য নহে। প্রাক্তন পুরাণকারিগণ লীলা রচনা করিয়া থাকুন বা না থাকুন এবং তাহা সত্য হউক্ বা মিথ্যা হউক তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান ও প্রমাণ ও অপ্রমাণের উপরে জনগণের কিছু ধর্ম্ম নির্ভর করে না। তাহা যাহা হউক না কেন, তাহার বিতণ্ডা কি? তর্কই বা কেন? ঐশিক জ্ঞান উদয় হইলে তাহাকেই অবিশ্বাস করিয়া ত্যাগ করে না এবং ত্যাগ করুন না কেন? তাহাতে

ক্ষতি কি; যথা "তং পুরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্" ইত্যাদি। পরম জ্ঞান হইলে বেদাদির আবশ্যকতা থাকে না। আহা আমরা কি অত্যল্প ঐশিক জ্ঞান জানি এবং আমাদের বুদ্ধি কি অতি স্বল্প অথচ আত্মগরিমায় সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকি, এবং সকল অজ্ঞাত ও বুদ্ধির অগম্য বিষয় অনুমান সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি, অথবা সিদ্ধান্ত না করিতে পারিলে তাহা মিথ্যা বলিয়া থাকি এমত মিথ্যা বা সত্য বলা উচিত নহে। এবং লীলাদি বর্ণিত কতকগুলি পুরাবৃত্ত থাকায় বা কি ফল হইতেছে, এই সকল পুরাবৃত্ত না থাকিলেই বা কি হানি হইত এবং থাকাতেই বা কি ক্ষতি আছে? বস্তুতস্তু অবিচার ও অসত্যতা নিবারণ হইলে কি না ধর্ম্ম হইত? জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যত পরিমাণে ন্যায়পরতা ধর্ম্মসূত্রে আপনার জ্ঞানকে সম্বদ্ধ ও সজ্জীভূত করিতে রত হয়েন, তৎপরিমাণে স্তূপাকার গ্রন্থ পাঠ করিতে রত হয়েন না। সাধুস্পৃহা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইতে গরীয়সী। ধর্ম্ম পক্ষে রতি মতি অন্যান্য জ্ঞান হইতে গরীয়সী সূক্ষ্মবুদ্ধি সামান্য বুদ্ধি হইতে অর্দ্ধেক ব্যবহার্য্যও নহে। সূক্ষ্মতরবুদ্ধি জন ফল শস্যের সারভাগ ত্যাগে তদীয় আদিম বীজাঙ্কুর আস্বাদন করিয়া রসাস্বাদন না পাওয়াতে পরিণামে কিছুই নহে, এই সিদ্ধান্ত করেন। আমরা আপনার বুদ্ধি

মহৎ জানিয়া ঐশিক ব্যাপারে, তাহা ভেদক নহে, ইহা স্বীকার না করিয়া যে কিছুই নহে এই সিদ্ধান্ত করি, তাহা কেবল দুর্ব্বল বুদ্ধির কার্য্য বলিতে হইবেক। আমরা অনেকেই যে বিষয় ব্যবহার্য্য ও কর্ত্তব্য এবং বোধগম্য, তাহাতে মনোযোগী না হইয়া মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য বিষয়ে বুদ্ধিকে পরিচালন করত অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে পাতিত করিয়া থাকি এবং কূটার্থ তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত অভাবে মন কলুষিত করি। যে গ্রন্থে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া ভ্রম ও পাপকার্য্য হইতে বিরত করে সেই গ্রন্থ ব্যবহার্য্য। কূটার্থ দুর্ব্বোধ বিষয় বাস্তবিক হিতকর নহে, এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক এবং বক্তৃতায় মিথ্যা ভিন্ন অত্যল্প সত্য আবিষ্কার হয় না। তর্ক দ্বারা নিগূঢ় ঐশিক বিষয় অত্যল্প জানা যায়। বরঞ্চ মার্টিন ল্যুথারের জীবন চরিত্রে স্তোপিৎস কর্ত্তৃক সান্ত্বনা বৃত্তান্ত লিখিত আছে যে মনুষ্যদের পরম্পরাগত বাক্যে ঈশ্বরের বাক্য লোপ হইয়া থাকে। স্তোপিৎস ইহা জ্ঞাত হওয়াতে লুথরকে বিনয় পূর্ব্বক বারম্বার এই পরামর্শ দিতেন, তুমি মনুষ্য কল্পিত তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে সাবধান থাক, কেবল ধর্ম্ম পুস্তক হইতে সান্ত্বনার্থ ও ধর্মজ্ঞান পাইতে চেষ্টা কর। অতএব লীলাকারিগণের লীলার গূঢ় বিষয় না জানিয়া শাস্ত্রত্রয় অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান ও ইংরাজী ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত অদ্ভুত লীলাদি

মনোগত ও ন্যায়মত না হওয়াতে একেবারে অগ্রাহ্য করাও আমার বিবেচনায় অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়াদির বিশ্বাস ও প্রত্যয় শুদ্ধ ঈশ্বর-শক্তির উপর শ্রদ্ধা ব্যতীত হইতে পারেনা। কোন বিষয় বা বৃত্তান্ত ইত্যাদি মনুষ্য মনোগত ও ন্যায়মত না হওয়াতে গ্রাহ্য নহে কিন্তু তাহা একেবারে অগ্রাহ্যও নহে, স্থান ও স্থল ও ব্যাপার এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনামতে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য হয়। যদি আশ্চর্য্য ক্রিয়াদি সাধারণ মনুষ্যের মনোগত হইত তবে তাহাকে আশ্চর্য্য অলৌকিক কার্য্য কে বলিত। যদি মনুষ্য-বুদ্ধি ঐশিক ব্যাপারের ভেদক হইত তবে মানবলীলাকারিগণকে কে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত ও তাঁহাদের ধর্ম্ম পুস্তক কে বা মানিত এবং কে বা তাঁহাদের বচনে প্রত্যয় ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। যাঁহার মনে বিশ্বাস হয়, যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই ধন্য, তিনিই সমস্ত বস্তুতে পরমানন্দ ভোগ করেন, তাঁহারই ধর্ম্ম অবিচলিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কালী তারা চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ অগ্নি যম ইত্যাদি অধিষ্ঠাত্রী বহু দেব দেবীর মধ্যে কাহারও কোন শক্তি নাই। তাঁহারা কেবল পরমেশ্বরদত্ত শক্তি দ্বারা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্য্যাদি সম্পাদন করেন। যথা তলবকারোপনিষদ্ গ্রন্থে একদা অসুর জয়ে দেবতাদের অভিমান হইলে; দেবতাদিগের এই মিথ্যাভিমান দূরীকরণ

নিমিত্তে ব্রহ্ম কোন আশ্চর্য্যরূপের দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচরে আবির্ভূত হইলেন।

দেবতারা জানিতে পারিলেন না যে, এই যে বরণীয়রূপ ইনি কে? ॥ ১৫ ॥

দেবতারা অগ্নিকে কহিলেন, হে অগ্নি! ইনি কে তাহা তুমি জ্ঞাত হও, অগ্নি তাহা স্বীকার করিলেন ॥১৬॥

অগ্নি তাঁহার নিকটে গমন করিলে তিনি অগ্নিকে কহিলেন; কে তুমি? অগ্নি কহিলেন, আমি অগ্নি, আমি জাতবেদাঃ ॥ ১৭ ॥

তিনি কহিলেন যে, তোমার কি সামর্থ্য আছে? অগ্নি কহিলেন, যে পৃথিবীতে যে সমুদয় বস্তু আছে সে সমুদয়কে আমি দগ্ধ করিতে পারি ॥ ১৮ ॥

তখন অগ্নির অগ্রে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন, ইহাকে দহন কর, অগ্নি সেই তৃণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার সমুদয় শক্তি দ্বারাও তৃণকে দহন করিতে পারিলেন না, অগ্নি তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন, এবং দেবতাদিগের সমীপে যাইয়া কহিলেন, আমি জানিতে পারিলাম না যে, বরণীয়রূপ ইনি কে? ১৯ ॥

অনন্তর দেবতারা বায়ুকে কহিলেন, হে বায়ু! ইনি কে তাহা তুমি জ্ঞাত হও। বায়ু তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২০ ॥

বায়ু তাঁহার নিকটে গমন করিলে তিনি বায়ুকে

কহিলেন, কে তুমি ? বায়ু কহিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা ॥ ২১ ॥

তিনি কহিলেন, তোমার কি সামর্থ্য আছে ? বায়ু কহিলেন, পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে সে সমুদয়কে আমি গ্রহণ করিতে পারি ॥ ২২ ॥

তখন বায়ুর অগ্রে একগাছি তৃণ রাখিয়া কহিলেন, ইহা গ্রহণ কর, বায়ু সেই তৃণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার সমুদয় শক্তির দ্বারা তৃণকে চালাইতে পারিলেন না। বায়ু তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন এবং দেবতাদের সমীপে গিয়া কহিলেন, আমি জানিতে পারিলাম না যে, বরণীয়রূপ ইনি কে ? ২৩ ॥

অনন্তর দেবতারা ইন্দ্রকে কহিলেন, হে ইন্দ্র ! ইনি কে তাহা তুমি জ্ঞাত হও। ইন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি ইন্দ্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মের অন্তর্দ্ধান সময়ে যে আকাশে ইন্দ্র ছিলেন, সেই আকাশেই থাকিয়া বিদ্যারূপা হেমভূষণ ভূষিতা শোভমানা উমা নাম্নী কোন স্ত্রীরূপকে নিকটস্থ দেখিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বরণীয়রূপ যিনি এইক্ষণেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, তিনি কে ?২৫॥

বিদ্যা কহিলেন, ব্রহ্ম হইতে তোমাদের জয় হইয়াছিল, তাঁহাতে তোমরা গর্ব্ব করিয়াছ যে, তোমাদের

দ্বারাই জয় হয়। এই মিথ্যাভিমান নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলেন ॥ ২৬ ॥

তদ্রূপ টেষ্টমেণ্টের ইব্রুর ১১ অধ্যায়ে ২ পদে লিখিত আছে যে, For by it faith the elders obtained a good report. অর্থাৎ বিশ্বাসের দ্বারা প্রাচীনগণ উত্তম সম্বাদ পাইয়াছেন। ৬ ষষ্ঠ পদে লিখিত আছে যে, But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, that he is the rewarder of them, that diligently seek him. অর্থাৎ বিনা বিশ্বাসে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন না, যিনি ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে চাহেন তাঁহার অবশ্য বিশ্বাস আছে যে, ঈশ্বর আছেন এবং যাহারা অনন্য-মনা হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনিই তাহাদের ফল-দাতা হয়েন। অতএব সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বর নির্ণীত হইয়াছেন এবং তিনিই সকলকার জয়ফল-দাতা প্রতিপন্ন হইতেছেন। ঈশ্বর কি না করিতে পারেন? তিনি যাহাকে শক্তি দান করেন তিনিই শক্তিমান্ এবং তিনিই দেবতা বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তদ্ধেতু শ্রীকৃষ্ণ রামাদি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর না হইলে এবং য়িশুখ্রীষ্ট পরমেশ্বরের পুত্র না হইলেও তাঁহারা ঐশিক ক্ষমতা মতে আশ্চর্য্য ও অলৌকিক

কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ কি ও বিকল্পই বা কি। যাহার বিশ্বাস আছে তাহারই সন্দেহ বা বিকল্প নাই। আর রামাদি অবতারগণ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর কি না এবং য়িশুখ্রীষ্ট পরমেশ্বরের পুত্র কি না, এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্কে কোন্ ফল ও লাভ আছে? এবং এই বিষয় ধর্ম্ম যাজনের বিচার্য্য বিষয় নহে। তাঁহাদের আজ্ঞা পালনই ধর্ম্ম, জাতি কুলান্বেষণে ফল কি? এবং পরস্পর দ্বেষাদ্বেষেই বা ফল কি? ধর্ম্মের ঠিকানা অগ্রে করিতে হইবে, আমাদের সদাচার কদাচার যথা-যোগ্যমতে নিবৃত্তি না করিয়া, ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কোথায় আছেন; ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম, হা ধর্ম্ম যো ধর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম সঞ্চার ও সঞ্চয় হয়, এমত নহে, সে কেবল লোক সমক্ষে লোকদর্শনার্থে আড়ম্বর মাত্র, তাহাতেই বা ফল কি?

তদতিরিক্ত লার্ড য়িশুখ্রীষ্ট কেবলমাত্র স্বীয় ছাত্র ও স্বপক্ষগণ সমীপে আশ্চর্য্য কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন এমত নহে, অসংখ্য বিপক্ষ ও শত্রুগণ সমীপে সম্পাদন করিয়াছেন। বরঞ্চ অনেকানেক য়িহুদীয় তদ্দর্শনে বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং ছাত্র হইয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য লোক সমীপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অপরিগণিত বিপক্ষগণ সমীপে নানামত অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কার্য্যাদি করিয়াছেন, এবং তাঁহার গোবর্দ্ধন

পৰ্ব্বত ভার ধারণ তাঁহার শত্রু কংস দৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকল অলৌকিক কার্য্যাদি দর্শনে মানব-লীলাকারিগণকে অসংখ্য লোক মান্য করত তাঁহাদের আজ্ঞা পালনে যত্নবান্ হইয়াছেন। কোন প্রকার কৌশলে বা অন্য প্রকারে দ্বারা আশ্চর্য্য কার্য্যাদি হইলে কেহ না কেহ ধৃত করিতে পারিতেন, এবং তাঁহারা মৃত মনুষ্যগণকে জীবন দান করিয়াছেন, তাহা কৌশল দ্বারা সম্পাদন হইলে অধিক কাল ব্যাপিয়া মৃতগণ জীবিত থাকিত না।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিষিদ্ধ বৃক্ষ বিষয়।

বাইবেলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলে সে সজীব প্রাণী হইল ॥ ৭ ॥

পরে প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বাদিক্স্থিত এদন নামক দেশে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে আপন সৃষ্ট ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন ॥ ৮ ॥

এবং প্রভু পরমেশ্বর ভূমিতে প্রত্যেক জাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্য স্থানে অমৃত বৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপাদন করিলেন ॥ ৯ ॥

এবং উদ্যানে জলসেচন করণার্থে এদন হইতে একনদী নির্গত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন চতুর্ম্মুখ হইয়া গমন করিল ॥ ১০ ॥

এবং পরমেশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল সচ্ছন্দে ভোজন করিও

কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেন না, যে দিনে খাইবা সেই দিনে নিতান্ত মরিবা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

পরে প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী থাকা মনুষ্যের বিহিত নহে। আমি তাহার উপযুক্ত এক সহকারী নির্ম্মাণ করিব ॥ ১৮ ॥

অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর আদেমকে ঘোর নিদ্রিত করিয়া সেই নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা ঐ ক্ষতস্থান পূরাইলেন ॥ ২১ ॥

এবং প্রভু পরমেশ্বর আদেম হইতে নীত সেই পঞ্জরের দ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদেমের নিকট আনিলেন ॥ ২২ ॥

তখন আদেম কহিল, এ আমার মাংসের মাংস ও অস্থির অস্থি এবং এ স্ত্রী নর হইতে জন্মিয়াছে, এই নিমিত্তে ইহার নাম নারী রাখিতে হইবেক ॥ ২৩ ॥

ঐ সময়ে আদেম ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না ॥ ২৫ ॥

বাইবেলোক্ত তৃতীয় অধ্যায়।

বাইবেলের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর জন্তুদের মধ্যে সর্প অতিশয় খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ওগো! এই উদ্যানের

এক বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন. ইহা কি সত্য? ॥ ১ ॥

তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানের তাবৎ বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে পারি। কেবল উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না এবং স্পর্শও করিও না, তাহা করিলেই মরিবা ॥ ২ ॥ ৩ ॥

তখন সর্প নারীকে কহিল, তোমরা অবশ্য মরিবা না বরং যে দিনে তাহা খাইবা সেই দিনে তোমাদের চক্ষুঃ প্রকাশ হইলে, তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা, ইহা ঈশ্বর জানেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্য ও সুদৃশ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল; এবং আপন স্বামীকে দিলে সেও ভোজন করিল ॥ ৬ ॥

তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষুঃ প্রকাশ হইলে তাহারা আপনাদের উলঙ্গতা বোধ পাইয়া বটপত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধ করিল ॥ ৭ ॥

পরে দিবাবসানে উদ্যানের মধ্যে গমনাগমনকারী প্রভু পরমেশ্বরের রব শুনিয়া আদেম ও তাহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখ হইতে বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল ॥ ৮ ॥

তখন প্রভু পরমেশ্বর আদেমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? ॥ ৯ ॥

তাহাতে সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম ॥ ১০ ॥

তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে বুঝাইয়া দিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়া ছিলাম, তুমি কি সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াছ? ॥ ১১ ॥

তাহাতে আদেম কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম ॥ ১২ ॥

প্রভু পরমেশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলে, নারী কহিল, সর্পের প্রবঞ্চনাতে আমি খাইলাম ॥ ১৩ ॥

পরে প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের অপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইয়া বক্ষঃস্থল দিয়া গমন করিবে, এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করিবে ॥ ১৪ ॥

এবং আমি তোমাতে ও নারীতে বৈরভাব জন্মাইব, তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবে ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ মনুষ্য ভাল-

মন্দ জ্ঞান পাইয়া আমাদের একের মতন হইল, এখন সে যেন হস্ত বিস্তার করিয়া অমৃত বৃক্ষের ফল পাড়িয়া ভোজন করিয়া অমর না হয়। এই নিমিত্তে প্রভু পরমেশ্বর এদেন উদ্যান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাহা উৎপাদক মৃত্তিকাতে কৃষি কর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

এই রূপে তিনি মনুষ্যকে দূর করিয়া অমৃত বৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদন উদ্যানের পূর্ব্বদিগে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গধারী স্বর্গীয় কিরূবগণকে রাখিলেন॥ ২৪ ॥

খ্রীষ্টীয় বাইবেল ধর্ম্মপুস্তকমতে পরমপিতা পরমেশ্বর আদেম অর্থাৎ আদিমপুরুষকে মৃত্তিকা হইতে স্বমানসে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, আদেম জরায়ুজ জড়প্রবাহ সূত্রে এক্ষণকার মনুষ্যাদির ন্যায় পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভ জাত নয়, তিনিই ঈশ্বরের মানস পুত্র ছিলেন। পরমেশ্বর এদেন উদ্যান মধ্যস্থিত দুইটী বৃক্ষ আদেমকে দর্শাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটীর নাম অমৃত বৃক্ষ, আর একটী বৃক্ষের নাম ভাল মন্দ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। তিনি ভালমন্দ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল আহার ও বরঞ্চ স্পর্শ করিতে আদেমকে নিষেধ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ হাজরৎ মহম্মদের কোরাণে সাধারণ মতে এক বৃক্ষের ফল আহার করিতে আদেমকে নিষেধ করিয়া-

ছেন, উল্লেখ আছে। বাইবেল ও কোরাণে কোন বিশেষ নিষিদ্ধ ফলের নাম ব্যাখ্যা নাই, তবে তট্টীকাকারগণ ভাবানুরাগে যে কোন ফল বর্ণনা করুন সে কেবল প্রেমী ও মহাত্মগণের ভক্তির ভাবমাত্র। তথাহি হিন্দুশাস্ত্রে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাধারণ মতে কাম্য ফল আকাঙ্ক্ষা হইতে নিষেধ করিয়াছেন, যথা—

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯॥

এতদ্ভিন্ন কঠোপনিষৎ গ্রন্থের দ্বিতীয় বল্লীতে যম নাচিকেতাকে কাম্য ফলাসক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যোগ বাশিষ্ঠেতে ও পুরাণে নানা স্থানে কাম্য ফলাসক্ত হইতে নিষেধ আছে, এমতে শাস্ত্রত্রয়েই ফলভোগ নিষেধের একই অভিসন্ধি ও তাৎপর্য্য বিশিষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, বলিতে হইবেক। বৃত্তান্ত বিষয়ক বর্ণনা পরস্পর শাস্ত্রে ভেদাভেদ ও সময় ও পাত্রের ইতর বিশেষ হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি কি? কেন না তাহার উপর জনগণের ধর্ম্ম নির্ভর করে না; কেবলমাত্র ঈশ্বর আজ্ঞা ও সেই আজ্ঞার মূল তাৎপর্য্যের উপর ধর্ম্ম নির্ভর করে।

বাইবেলে দুই প্রকার বৃক্ষ লিখিত আছে; তথাহি হিন্দুশাস্ত্রে কঠোপনিষদ্ গ্রন্থের দ্বিতীয় বল্লীর দ্বিতীয় শ্লোকে যম নাচিকেতাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন যে; শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই মনুষ্যকে আবদ্ধ করে, যথা,

"শ্রেয়শ্চ, প্রেয়শ্চ, মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য
বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোহভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দো
যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥ ২ ॥"

অর্থাৎ, প্রেয়কে মনুষ্য গ্রহণ করিলে, পরমার্থ চির-স্থায়ী জীবন পায় না অর্থাৎ জন্ম হইয়া মৃত্যুর অধীন হয়। আর শ্রেয়কে মনুষ্য গ্রহণ করিলে পরমগতি অর্থাৎ চিরজীবন পায় ইতি। এতদ্ব্যতীত যোগবাশিষ্ঠেও বাসনা দুইপ্রকার লিখিত আছে, যথা,—

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মনোহেতুঃ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী ॥

অর্থাৎ শুদ্ধা ও মলিনা দুইপ্রকার বাসনা আছে, মলিনা জীবের জন্মের কারণভূতা হয় অর্থাৎ মৃত্যুধীন হয় আর শুদ্ধা জীবের জন্মবিনাশিনী; অর্থাৎ চির-জীবন পায়। এমতে বাইবেলোক্ত সদসৎ বৃক্ষ ফল, যাহাতে মনুষ্য মৃত্যুধীন হইয়াছেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মলিনা বাসনাই অনুবোধ হয় এবং বাইবেলোক্ত অমৃত বৃক্ষ, যদ্দ্বারা মনুষ্য অমর হইত, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত

শুদ্ধা বাসনা অনুবোধ হয়; ভাবান্তরে বর্ণনা থাকুক না কেন, বাইবেলে ও যোগসকলে মূলে স্থূলে সমন্বয় করিলে তাৎপর্য্য একই হইতেছে।

ভগবান্ স্বয়ং আরও কহিয়াছেন যে, আমি জানি, বিষয় সুখ অনিত্য, এবং এই অনিত্য বস্তুদ্বারা নিত্য অর্থাৎ অমরত্ব পাওয়া যায় না, অনিত্যত্ব পায় অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, এতৎকারণে মলিনা মর্ত্ত্যবাসনাই ঈশ্বরোক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষ আর শুদ্ধা বাসনা ঈশ্বরোক্ত অমৃত বৃক্ষ বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে, তবে যত মতি, তত মত, যে ভাবে যে ভাবে।

সয়তান সঙ্গ।

অপরঞ্চ বাইবেলে এবং কোরাণে লিখিত আছে যে, আদেম এবং তৎপত্নী সয়তানের পরামর্শ মতে উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আহার করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত যোগ ও উপনিষৎ প্রমাণে একপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সয়তান সঙ্গদোষ, আদেমাদির ফল আহারের ও তাঁহাদের মৃত্যুধীন হওয়ার বিবরণ প্রকারান্তরে পশ্চাল্লিখিত হইল।

বাইবেলে যেমত সয়তান পাপাত্মার সঙ্গদোষে মনুষ্য মৃত্যুধীন হইয়াছে, তদ্রূপ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়

অধ্যায়ের ৬২। ৬৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন যে,—

"সঙ্গাৎ সংযায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাদি ঝয়তে।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ সঙ্গদোষে কামনার উৎপত্তি হয়, কামনা ভ্রংশে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধে অচৈতন্য হয়, অচৈতন্যে স্মৃতি যায়, স্মৃতি যাইলে বুদ্ধি যায়, বুদ্ধি যাইলে মনুষ্য নাশপ্রাপ্ত হয়; অতএব আমাদের মতে সঙ্গদোষই সয়তান্। মনুষ্য আপাততঃ মর্ত্ত্যলোকস্থ মনোরম মহিমা ও গৌরবাদি দর্শন করিয়া স্বকামনা ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগ্য বিষয়াদির বাসনা সাধনার্থে ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নানা মত কুকার্য্যাদি করিয়া থাকে। সয়তান্ রিপু এক্ষণেও মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, পৃথক্ নাই; সয়তান্ আদিম কালে কেবলমাত্র ঈশ্বর সৃষ্ট আদিম মনুষ্য আদেমের ও তৎপত্নী ইবের সঙ্গলাভ করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর তুল্য হইবার বাসনা দর্শাইয়া ঈশ্বর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলাহার আদিম ও ইবকে করায় নাই বরং সয়তান একাল পর্য্যন্ত আপনার সয়তানি কার্য্য করিতেছে। সে এখানেও লার্ড য়ীশুখ্রীষ্টকে মর্ত্ত্য সম্পত্তির গৌরব ও মহিমা দর্শাইয়া তাঁহাকেও নত করিতে চেষ্টিত হইছিল, তাহা মেথাউর চতুর্থ অধ্যা-

য়ের ৮। ৯ পদে ও কোরাণের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে। উহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইল।

Matthew Chapter IV.

"8 Again the devil taketh him (Jeses) up into an exceeding high mountain, and shewth him all the kingdom of the world and glory of them."

"9 And said unto him, all these things, will I give thee, if thou wilt, fall down and worship me."

(মেথীউর চতুর্থ অধ্যায়)

৮। পুনর্ব্বার সয়তান য়ীশুকে এক উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া এই পৃথিবীর রাজত্ব ও গৌরব দর্শাইয়াছিলেন।

৯। এবং সয়তান তাঁহাকে (য়ীশুকে) কহিলেন যে, যদি তুমি আমাকে ভজ তবে তোমাকে আমি এই সকল দ্রব্যাদি দিব।

যথা মুসলমানের কোরাণের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সয়তান্ ভগবান্‌কে কহিল যে, আমি সকল মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে থাকিব, তুমি তাহাদের মধ্যে অনেক-কেই কৃতজ্ঞ পাইবে না, এবং ভগবান্ ঐ সয়তান্‌কে কহিয়াছেন যে, মনুষ্যের মধ্যে যে তোমার মতে চলিবেক আমি তোমার সহিত তাহাকে নরকাগ্নিতে রাখিব। বাইবেল ও কোরাণ মতে মর্ত্ত্যসুখ-লালসা-দর্শক সয়তান্ পাপাত্মা স্বীয় রিপুই অনুমিত হয়, এবং বাইবেলোক্ত

স্থানে স্থানে সয়তান্ সরপেন্ট অর্থাৎ সর্প বলিয়া শব্দিত হইয়াছে।

বাইবেলোক্ত সয়তানের প্রবৃত্তি মতে লার্ড য়ীশু উক্ত সয়তানের বশীভূত হয়েন নাই ও মর্ত্ত্য সুখেচ্ছারও অধীনতা স্বীকার করেন নাই, বরঞ্চ সয়তানকে আপনার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া ছিলেন্, এবং তাঁহার ছাত্রগণকে মর্ত্ত্য সুখাভিলাষ হইতে বিরত করিবার জন্য মেথীউর ১৯ অধ্যায়ের ২১ পদে উপদেশ দিয়াছেন যে, যদি তুমি শুচি হইতে বাঞ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যে কিছু সম্পত্তি আছে; তাহা বিক্রয় কর, এবং গরিবকে দাও। তুমি স্বর্গে পরমার্থ পাইবে, আইস আমার পশ্চাদ্গামী হও।২১।

Matthew Chapter XIX.

21 Jeses said unto him, if thou welt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor. and thou shalt have treasure in heavens and come and fallaw me.

লার্ড আরো উপদেশ দিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি তাহার গৃহাদি ভ্রাতৃগণ ও ভগ্নীগণ ও পিতা মাতা ও স্ত্রী ও ভূম্যাদি আমার নামের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে সেই ব্যক্তি সদ্গুণ পাইবেক; এবং চিরস্থায়ী জীবন পাইবেক। ২৯।

হিন্দুশাস্ত্রে ঐ প্রকার কঠোপনিষৎ গ্রন্থের যষ্টি বল্লীর ১৪ চতুর্দ্দশ শ্লোকে উপদেশ আছে যে—

—"অথ মর্ত্ত্যো হৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥"

অস্যার্থঃ। মর্ত্ত্য যখন হৃদিস্থিত কামনাসকল হইতে প্রমুক্ত হন, তখন তিনি অমর হয়েন।

তথাহি গীতা—

"ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ভয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥"

অর্থাৎ কেবল ঐশ্বর্য্য ভোগে রত বুদ্ধি সমাধি পায় না।

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥"

অস্যার্থঃ। কাম্য ফল ত্যাগী জ্ঞানপ্রাপ্ত জন বন্ধন মুক্ত হয়, অর্থাৎ চিরস্থায়ী জীবন পায়।

তথাহি ব্রাহ্মধর্ম্মে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ৮ ॥"

অস্যার্থঃ। অল্প-বুদ্ধি লোক-সকল বহির্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়, ধীর

ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥ ৮ ॥

লার্ড য়ীশু সয়তানের কথায় মর্ত্ত্য সুখ ও মহিমায় মগ্ন হয়েন নাই, তদ্রূপ গৌরাঙ্গও বিষয়াদি বাসনায় লিপ্ত হয়েন নাই। অন্যান্য সকল অবতারগণ মানবের ন্যায় ভোগ বিলাসে রত ছিলেন। তাঁহাদের বচন মাত্র ধর্ম্ম উপদেশ ইতি।

বাইবেলে আদেম ও তাহার পত্নী উল্লিখিত ভাল মন্দ জ্ঞান বৃক্ষের ফলাস্বাদন করিয়া তাহাদের ভাল মন্দ জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, এবং তাহারা উলঙ্গ থাকা বিষয়ে সলজ্জ হইয়া পরমেশ্বর সম্মুখে যাইতে পারে নাই, উল্লেখ আছে। যদি আদেমাদি ভাল মন্দ জ্ঞান বৃক্ষের ফলাস্বাদন না করিত তবে তাঁহাদের ভাল মন্দ জ্ঞানোদয় হইত না। তাহাদের উলঙ্গতা জন্য লজ্জা বোধও হইত না। তাহাদের ইতর বিশেষ কিছু জ্ঞান হইত না, অর্থাৎ সকলই সমান জ্ঞান থাকিত সুতরাং তাহারা আত্মবৎ সকলকেই সমভাবে প্রেম ও প্রীতি করিত, সুতরাং লার্ড য়ীশুর ধর্ম্মোপদেশ যে, তুমি তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রেম করিবে এবং হিন্দু শ্রুতির উপদেশ যে,—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" অবলীলাক্রমে পালন হইত। বাইবেল মতে প্রথম মনুষ্য অতি নির্ম্মল ছিল।

হিন্দু ও ইংরাজী শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের উপদেশ সকল সমন্বয় করিলে বিষয়াদি ফলভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বর তপ ব্যতীত পরমার্থ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় না একই রূপে সমন্বয় হইতেছে; অতএব মর্ত্ত্য সম্পত্তির ফলাস্বাদন কামনাই বাইবেলোক্ত ভাল মন্দ জ্ঞানবৃক্ষ অনুবোধ হয়। উহাকে ভগবান্ যম প্রেয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি করিয়াছেন এবং উহাকেই যোগবাশিষ্ঠে মলিনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাদ্বারা মনুষ্যের বিনাশ হয়, কথিত আছে। আর বাইবেলোক্ত অমৃত বৃক্ষ বাসনানিবৃত্তি মাত্র অনুবোধ হয়, ঐ বৃক্ষকে ভগবান্ যম শ্রেয় বলিয়া উক্তি করিয়াছেন এবং উহাই যোগে শুদ্ধা বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা মনুষ্যের আর জন্ম হয় না অর্থাৎ তাহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

আমাদের মতে বাইবেলোক্ত আদিম পুরুষ আদেমের ও তাহার বাম পঞ্জর হইতে ইবনাম্নী বামা সৃষ্টি হওনের এবং আদেমকে ভালমন্দ জ্ঞান বৃক্ষের ফলাহারে নিষেধক আজ্ঞার ও আদেম তাহার পত্নীর মায়াতে মোহিত হইয়া উক্ত বৃক্ষের ফলাহার করিয়া তাহাদের ভাল মন্দ জ্ঞানোদয় হওয়ার ও তদন্তে ঈশ্বর আদেমাদির স্বেচ্ছা সাধনার্থে তাহাদিগকে মর্ত্ত্য সুখ ফল স্বপরিশ্রমে সম্ভোগার্থে মর্ত্ত্যে

প্রেরিত ও দূরীভূত করণের বৃতান্তের যে পর্য্যন্ত মহিমা, তাহার ইয়ত্তা সংক্ষেপে হয় না,. জগজ্জনের সম্বদ্ধি আদেমেরই স্বেচ্ছাতে হইয়াছে এবং পরম পিতা পরমেশ্বর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলাস্বাদন করিতে নিষেধ আজ্ঞা দিয়া নির্লিপ্ত হইয়াছেন, মনুজ আপন ইচ্ছা দোষে কর্ম্ম ফল ভোগে কর্ম্ম ভোগ করিতেছে এবং মৃত্যুর অধীন হইয়াছে। আদেম যদি ফলাস্বাদন না করিত তবে এই মর্ত্ত্য কি হইত? এবং আদেম পুত্র-জন কি পাত্র হইত? তাহা বলা যায় না। এক্ষণে গত বিষয়ের বিলাপ ও খেদ অনর্থক, কিন্তু এক্ষণেও মনুষ্য যদি, লার্ড য়ীশুর এই ধর্ম্মোপদেশ যে, প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রেম করিবে অথবা হিন্দু শ্রুতি মতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম মান্য করে, এবং লার্ডের উপদেশ মতে বিষয়াদি কাম্য ফল ত্যাগ করে, অথবা হিন্দু শাস্ত্র উপনিষৎ ও যোগবাশিষ্ঠ মতে বিষয়াদি কাম্য ফল ত্যাগ করে, তবে এক্ষণেও কি পরম দয়াবান্ পরমে-শ্বর ক্ষমা করেন না? আমার বিবেচনায় অবশ্যই করেন, তিনি কখনই বঞ্চিত করেন না।

আদিম ব্যক্তি আদেম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলাহার করিবাতে মনুষ্য সেই পরম দয়াবান্ পরমেশ্বরের দয়া হইতে বঞ্চিত হইলে, লার্ড য়ীশু টেষ্টমেণ্টের মাথুর ১৯ অধ্যায়ের ২১॥ ২৯॥ পদে তৎকালজ স্বীয় শিষ্য-

গণকে বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী জীবন পাইবার উপদেশ দিতেন না এবং হিন্দুশাস্ত্রে বিষয়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রমের বিধি থাকিত না ও উল্লিখিত ভগবদ্গীতা ও অন্য সকল যোগে বিষয়াদি বাসনা ফল ত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কামনা উপাসনা করিয়া মৃত্যু বন্ধন যন্ত্রণা হইতে মুক্তি ও চিরজীবন পরমার্থ পাইবার বিধি থাকিত না।" ফলিতার্থ সকল শাস্ত্রেই ধর্ম্মোপদেশ এই রূপ একই প্রকার আছে, বর্ণনা ভেদাভেদ থাকুক না কেন, তট্টীকাকারগণ ভাবান্তর করিয়া ব্যাখ্যা করুন না কেন, বিজ্ঞগণের সমন্বয়ে তাৎপর্য্য একই হইবে।

সকল শাস্ত্রেই ক্ষমা দয়া বিবেকিতা বিনয়িতা সত্যাচরণ অক্রোধ অনহঙ্কার সহ্যতা ধৈর্য্য দান ঈশ্বরচিন্তা ভক্তি এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিতে বিধি আছে। কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে সত্য গুণ ও সৎকার্য্যের প্রতি দ্বেষ নাই। আমার বিবেচনায় সৎকার্য্যই কার্য্য, আর অসৎ কার্য্যই অকার্য্য। হিন্দুদিগের সমুদায় অভিধানে পাপের নাম দুষ্কৃত পুণ্যের নাম সুকৃত বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

—○○—

(বাইবেলোক্ত ব্যবস্থা দশ।)

১, ২ আমি পরমেশ্বর আমি তোমাদিগকে মিসর-দেশ হইতে দাসত্ব গৃহ হইতে আনিয়াছিলাম। আমার সাক্ষাতে তোমরা আর কোন দেবতা মানিও না।

৩। তুমি পূজা করণার্থে আপনার নিমিত্তে কোন আকৃতি নির্ম্মাণ করিও না।

৪। তুমি প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না।

৫। বিশ্রামদিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। ছয় দিন শ্রম করিয়া ব্যবসায়াদি কর্ম্ম কর, কিন্তু সপ্তম দিবসে অর্থাৎ তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রাম দিবসে কোন কর্ম্ম করিও না।

তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর ॥ ৬ ॥

নরহত্যা করিও না ॥ ৭ ॥

পরদার করিও না ॥ ৮ ॥

চুরি করিও না ॥ ৯ ॥

আপনার প্রতিবাসীর বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না।

এবং আপন প্রতিবাসীর গৃহে ও তাহার বস্তুতে লোভ করিও না ও তাহার ভার্য্যাতে লোভ করিও না ॥ ১০ ॥

তথাহি হিন্দুশাস্ত্রেও পরমেশ্বর এক ভিন্ন দুই নাই এবং অন্য কোন শাস্ত্রেই এক ভিন্ন পরমেশ্বর দুই নাই। হিন্দুশাস্ত্র মতে পরমেশ্বরের শক্তি অনেকগুলি অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী আছে, তাহা গণনা করিয়া কেহ নিরূপণ করিতে পারে না, কিন্তু মোক্ষসাধক একমেবা-দ্বিতীয়ম্ পরম পিতা পরমেশ্বরই আছেন। যথা ছান্দোগ্য—

"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

অস্যার্থঃ। যিনি একমাত্র, যাঁহার বশে সকলই আছে, এবং এক রূপকে বহুপ্রকার করিতেছেন।

"অহমেকো বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি ॥

অস্যার্থঃ। আমি এক বহু প্রকার সৃজন করি।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥"
[ভগবদ্গীতা।]

অস্যার্থঃ। যে জন পরমব্রহ্মকে নির্ব্বিকার একরূপ দর্শন করে তাহার জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥ ২০ ॥

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥"

অস্যার্থঃ। এক শরীরে বা প্রতিমায় পরব্রহ্মের আবির্ভাবের যে দৃষ্টি, তাহাকে তামস অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান বলে।

তথা ঐতরেয় উপনিষৎ—

"তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং
শিবানন্দং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়-
সর্ব্ববিৎ বিচিত্রশক্তি ধ্রুবং পূর্ণমিতি॥"

অস্যার্থঃ। তিনি নিত্য জ্ঞান অনন্ত মঙ্গলানন্দ নিরবয়ব সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী বিচিত্র-শক্তিমান্ পরিপূর্ণ একমাত্র।

তথা ব্রাহ্মধর্ম্মে—

"অনঙ্গঃ সুপ্রভঃ পূর্ণঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।
একএবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহে গতঃ পরঃ॥"

অস্যার্থঃ। অঙ্গহীন প্রভাবিশিষ্ট পূর্ণ সত্যজ্ঞা-নাদিস্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সর্ব্বদেহগত ও শ্রেষ্ঠ আছেন।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

অস্যার্থঃ। এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতেতে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন।

তথাহি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ—

"অনেজদেকং মনসোজবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্যৎ।"

অস্যার্থঃ। পরব্রহ্ম একমাত্র, তিনি মন হইতেও বেগবান্; ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। অধিক বাহুল্য ইতি।

ইংরাজী বাইবেলে ঈশ্বরাকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে নিষেধ আছে। তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে নানাস্থানে প্রতিমা পূজনে নিষেধ আছে, তাহা অধ্যায় বিশেষ রূপে লিখিত হইল। এই স্থানে সমন্বয় জন্য সামান্য রূপে কয়েকটী মাত্র প্রমাণ লিখিত হইল। যথা উত্তরগীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সংবাদে—

"প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্।"

অস্যার্থঃ। অল্পবুদ্ধি লোকের প্রতিমাই দেবতা হয়।

অপরঞ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব সংবাদে উপনিষৎ আছে যে,—

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥

অস্যার্থঃ। মনঃকল্পিতা মূর্ত্তি যদি জীবের মোক্ষসাধিকা হয়, তবে স্বপ্নে লব্ধ রাজ্য দ্বারা মনুষ্যেরা রাজা হয় না কেন? অধিক বাহুল্য।

বাইবেলে নিরর্থক ঈশ্বরের নাম লইতে নিষেধ

আছে। এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে অকারণে তাঁহার নাম লইয়া কোন প্রকার প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা সকল ধর্ম্মেই এক প্রকার নিয়ম চলিত আছে।

বাইবেল মতে বিশ্রাম দিনে পবিত্র হইবার জন্য আদেশ আছে; কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুগণের শাস্ত্রে সর্ব্বদাই পবিত্র হইবার বিধি আছে। ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বরারাধনার কালাকালের বিচার ও নিরূপণ নাই। তবে মুসলমানের শাস্ত্রে শুক্রবারে বিশেষ উপাসনার বিধি আছে। বাইবেল মতে পিতা মাতাকে মান্য করিবার যে বিধি আছে, তদ্রূপ সকল শাস্ত্রেই আছে।

বাইবেল মতে নরহত্যা, পরদার, চৌর্য্যকার্য্য এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার নিষেধ আছে। তদ্রূপ সকল শাস্ত্রেই নরহত্যা ও পরদার ও চৌর্য্যকার্য্যের ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের নিষেধ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন লার্ড যীশু ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন যে, যদি কেহ তোমার বামগালে মারে তাহাকে তুমি তোমার দক্ষিণ গাল ফিরাইয়া দিবে, এবং দানাদি অতি গোপনে করিবে, কোন মতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, এবং পরমেশ্বরের নাম অথবা পরমেশ্বরের পদাসন পৃথিবীর নাম অথবা স্বমস্তকের নাম লইয়া শপথ করিবে না এবং অকারণে কোন ব্যক্তির প্রতি রাগ করিবে না, বরঞ্চ যে কেহ কাহাকে পাগল বলিবেন, তিনিই ঈশ্বরের

বিচারাধীন হইবেন। যে কোন ব্যক্তি লাম্পট্যভাবে যে কোন চক্ষের দ্বারা কাহাকে দৃষ্টি করিবেন তিনিও অন্তঃকরণে ব্যভিচার দোষে দূষিত হইবেন। লার্ড সকলকেই সমভাবে আত্মবৎ প্রেম ও প্রীতি করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং শত্রুর প্রতি প্রেম ও দয়া করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; তদনুসারে তিনি লোক ত্রাণার্থে স্বয়ং ক্রুশে হত হওনকালেও রাগাদি প্রতিবিধানেচ্ছা করেন নাই। যিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া জলে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, যিনি জলে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, যিনি মৃত মানুষকে কবরস্থান হইতে পুনর্জীবিত করিতে পারিতেন, যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যাইতে পারিতেন, এতদ্ভিন্ন অনেকানেক অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্রিয়াদি করিতে শক্তি রাখিতেন, তিনি কি কতিপয় দুরাত্মাকে শাসন করিতে পারিতেন না, এমত নহে, ধর্ম্ম পুস্তক সফল করণার্থে এবং লোক শিক্ষার্থে তাহা তিনি করেন নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে ভগবদ্গীতার সর্ব্ব যোগে পরপীড়ন, দম্ভ, আত্মগুণের বর্ণন, অহিংসা, অলোভ, অক্রোধ ও সর্ব্ব জীবে সমভাবে আত্মবৎ প্রীতি করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং তিনিও ভৃগু কর্ত্তৃক পদাঘাতিত হইলে ভৃগুর প্রতি রাগাদি দ্বেষ করেন নাই এবং তাঁহার সংবরণ কালে তিনি ব্যাধ কর্ত্তৃক শরাহত হইয়া-

ও ব্যাধের প্রতিকূলে রাগাদি প্রতিবিধানেচ্ছা করেন নাই। তিনিও "মুষলং কুলনাশনম্" পুরাণবার্ত্তা সফল করিবার জন্য শরাহত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাইবেলমতে পরম পিতা পরমেশ্বর লোক-দৌরাত্ম্য ইত্যাদি নিবারণার্থ মড়ক ও ভূমিকম্প ও কখন বা জলপ্লাবন করত তদ্দেশস্থ তাবৎ লোককে সংহার করিয়াছেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও রামাদি মানবলীলাকারিগণ রাজগণ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করত কংস ও রাবণাদি অসুরগণ বিনাশে ভূভার হরণ ও দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়াছেন, এবং মানবের ন্যায়মত সুপ্রবৃত্তি, কুবৃত্তি, রাস ও বস্ত্রহরণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ কেবলমাত্র জনগণের ধর্ম্ম-সোপান সমন্বয় সম্বন্ধে আছে, লীলাকারিগণের দোষা-করণ জন্য নহে। যদিচ শ্রীকৃষ্ণের রাস ও বস্ত্রহরণ ও ব্রজগোপীগণের সহিত প্রেমালাপ-জনিত লম্পটাচার জন্য তাঁহার ঈশ্বরত্ব অনেকেই স্বীকার করেন না; কিন্তু তাঁহার লম্পটাচার বাস্তবিক না থাকিলেও কি সকলেই তাঁহার ঈশ্বরাকারত্ব স্বীকার করিতেন? লার্ড য়ীশুর অপরিসীম নির্ম্মল চরিত্র থাকাতেও কি সকলেই তাঁহার ঈশ্বরপুত্রত্ব স্বীকার করে? তদ্রূপ গৌরাঙ্গের নির্ম্মল চরিত্র থাকাতেও কি তাঁহার ঈশ্বরত্ব সকলেই স্বীকার

করেন? মনুষ্যের এক মত নহে, মতামত কেবল শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে। যথা টেষ্টমেণ্টের ইব্রীয়ের ১১ একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য—

"Faith is the substance of thihgs' hoped for, evidence of things not seen."

অস্যার্থঃ। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রমাণীকরণ সেই বিশ্বাস দ্বারা প্রাচীন লোকেরা উত্তম সাক্ষ্য-বিশিষ্ট হইয়াছিল, ইত্যাদি।

তথাহি হিন্দুশাস্ত্রে পদ্মপুরাণোক্ত "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুঃ ইত্যাদি।

---

(১২)

সপ্তম অধ্যায়।

ইংরাজীবাইবেলে আদেম এবং ইব পরমেশ্বরের সহিত এদেন উদ্যানে কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে ভালমন্দ জ্ঞান বৃক্ষের ফলাহারে নিষেধ করিয়া ঐ বৃক্ষ দর্শাইয়াছিলেন। এমতে তাঁহারা অবশ্যই ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন এবং চিনিতেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলাহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে মৃত্যুর অধীন করিয়া এদেন উদ্যান হইতে দূরীভূত করিয়াছেন। এবং পিতর ও জোহনাদি লার্ড য়ীশুর শিষ্যগণ লার্ডের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং অবশ্য তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের পরমার্থ হয় নাই, ও তাঁহারা শুচিও হন নাই, তজ্জন্য লার্ড য়ীশু তাঁহাদিগকে শুচি হইবার অর্থে বিষয়াদি মাতা পিতা ভ্রাতাদিকে পরিত্যাগ করিতে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনেক অনেক রাজা ও যোগিগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া-

ছিল এবং তিনি রাজাযুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনাদির সখা ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বারম্বার আলিঙ্গন দিয়াছেন অথচ রাজা যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলিয়া প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা কহিবাতে তাঁহার দণ্ড স্বরূপ নরক দর্শন হইয়াছিল, এবং অর্জ্জুনাদিও পাপ জন্য স্বর্গারোহণ কালে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও পরমার্থ লাভ হয় নাই ও তাঁহারা পবিত্র হইতে পারেন নাই। ঈশ্বরকে দেখিলেই যে জীব পাপ হইতে মুক্ত হইবেক, পুরাণোক্ত প্রাগুক্ত কারণে অনুমিত হয় না, কেবলমাত্র ঈশ্বর জ্ঞান হইলেও পরমাত্মা পাওয়া যায় না। যথা কঠোপনিষৎ গ্রন্থের দ্বিতীয় বল্লীর লিখিত প্রমাণ—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥২৪॥"

অস্যার্থঃ। যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞান এবং লার্ড য়ীশুতে ঈশ্বরের পুত্র জ্ঞান হউক বা না হউক জীবাদির চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ফল কি? এবং তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ অপ্রমাণ বিষয়ে তর্ক বিতর্কেই বা ফল কি? ও তাঁহাদের ঈশ্বরত্বের

সিদ্ধান্ত ও অসিদ্ধান্তেই বা ফল কি? ঈশ্বরের স্বরূপ অস্বরূপ লক্ষণের এবং সগুণ নিগুর্ণের তর্ক ও বিতর্কেই বা ফল কি? আমরা অনর্থক এই সকল বিষয় লইয়া বাক্যাড়ম্বর করি ও মিথ্যা তর্ক করিয়া থাকি এবং পরিণামে সিদ্ধান্ত অভাবে মন কলুষিত করিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্বের এবং লার্ড য়ীশুর ঈশ্বরের পুত্রত্বের উপরে জনগণের ধর্ম্ম নির্ভর করে না, পরন্তু তাঁহাদের অভেদ উপদেশ ও আজ্ঞা পালনের উপর নির্ভর করে। যথা ভাগবতে "ঈশ্বরস্য বচঃ সত্যম্" ইত্যাদি।

আমরা তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করত চিত্ত শুদ্ধি করি না কেন? এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম আজ্ঞা ও উপদেশ একই প্রকার আছে, তাহা প্রতিপালনে পরমার্থ হয়, এমত উপদেশ আছে, তবে আর তাঁহাদের জাতি কুল অন্বেষণে ফল কি? এবং সদাচার ও কদাচার বিষয়েই বা কি কার্য্য আছে? শাস্ত্রে দশপ্রকার ধর্ম্ম লক্ষণ আছে, যথা ব্রাহ্মধর্ম্মে—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

অস্যার্থঃ। ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম; অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্ম-

বিদ্যা, সত্য কথন, ও অক্রোধ, ধর্ম্মের এই দশপ্রকার লক্ষণ আছে।

মনুষ্য যদি উক্ত ধর্ম্ম লক্ষণ মতে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে মনুষ্য দেবতুল্য শুচি হয় এবং স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রভেদ থাকে না, এবং পাপ পুণ্য হয় না।

সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্রে অসৎ কার্য্য জন্য অসৎকারীর বিরুদ্ধে বিচার হয়, প্রকাশ আছে, অসৎ কার্য্য না থাকিলে অভিযোগ নাই ও বিচার নাই এবং দণ্ড নাই। সেই একেশ্বরকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার আর সর্ব্বজীবে সমভাবে প্রেম ও প্রীতিই ধর্ম্ম কর্ম্ম।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কার্য্যকারী না হইয়া কেবল মাত্র হরিবোল হরিবোল বলিলে কি হইতে পারে? সাধারণ দাসদাসী স্বপ্রভুর কার্য্য না করিয়া কেবল মাত্র প্রভুকে ধর্ম্মাবতার ও শ্রীজী বলিলে কি প্রভু সন্তুষ্ট হন? চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত দর্শন স্পর্শন ও নামোচ্চারণে পরমার্থ লাভ হয় না, চিত্ত শুদ্ধিই ধর্ম্মের জ্ঞানরূপ পথ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনাদিকে বিরাটমূর্ত্তি দর্শাইয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং ব্রহ্ম জানিতেন, তথাচ তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি জন্য ভগবদ্গীতার সর্ব্বযোগে অর্জ্জুনকে এবং তাঁহার সখা উদ্ধবকে শুচিচিত্ত হইবার জন্য যোগ শিক্ষা দিয়াছেন।

তদ্রূপ টেষ্টমেন্টোক্ত পিতরাদি লার্ড য়ীশুকে ঈশ্বর পুত্র জানিতেন তথাচ লার্ড টেষ্টমেন্টের মেথীউর ১৯ অধ্যায়ে ২১ পদে পিতরাদি শিষ্যগণকে শুচি হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন যে,—

"If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast. and give it to the poor &c."

অর্থাৎ যে যদি তুমি শুচি হইতে বাঞ্ছা কর তবে যাও তোমার যে কিছু সম্পত্তি আছে তাহা বিক্রয় কর এবং গরিবকে দাও, তুমি স্বর্গে পরমার্থ পাইবে ইত্যাদি। ঐরূপ যোগ শাস্ত্রে ও ভগবদ্গীতাতে বিষয়াদি ত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির বিধি আছে, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইল ইতি।

তথাহি কঠোপনিষৎ গ্রন্থের তৃতীয় বল্লী ও ব্রাহ্মধর্ম্মে—

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥"

অস্যার্থঃ। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্, আর সর্ব্বদা যুক্তমনা, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে ॥ ৫ ॥

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥"

অস্যার্থঃ। যিনি অজ্ঞ ও অবশ চিত্ত এবং সর্ব্বদা

অশুচি; তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সংসার গতিই প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।

স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে ॥৭॥"

অস্যার্থঃ। যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধ-চিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না ॥ ৭ ॥

সকল লীলাকারিগণের আজ্ঞানুমতে চিত্ত শুচি করিবার একই বিধি আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

বাইবেল ও তওরেৎ মতে প্রকাশ যে অতিপূর্ব্বকালে ইব্রীয় প্রভৃতি প্রায় সকল জাতিতেই মূর্ত্তি পূজন প্রচলিত ছিল। হিন্দুগণের পৌত্তলিক পূজন এক্ষণেও চলিত আছে, কিন্তু যোগশাস্ত্রে এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পৌত্তলিক পূজনে ভূয়োভূয় নিষেধ দেখা যায়। তাহা অষ্টম অধ্যায়ে একপ্রকার প্রকটন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে—

"ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃজ্জলাত্মকাঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

অস্যার্থঃ। জলময় তীর্থসকল এবং মৃত্তিকা পাষাণাদি নির্ম্মিত দেবতা সকল দর্শন করিলেই মনুষ্য পবিত্র হয় না, চিত্ত শুদ্ধি না হইলে হয় না, কিন্তু সাধুগণ দর্শন মাত্রেই পবিত্র হয়। তথাহি—

"নাগ্নির্ন সূর্য্যশ্চ ন চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জ্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া॥"

অস্যার্থঃ। অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য তারা পৃথিবী জল আকাশ বাক্য মনঃ, ইহাঁরা উপাসিত হইয়া ভেদজ্ঞানের জনক হন, তাহাতে অজ্ঞান নাশ হয় না, জ্ঞানিগণের মুহূর্ত্ত ভেদ উপদেশ দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়।" অপরঞ্চ—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥"

অস্যার্থঃ। যে জীবের অনিত্য শরীরে এবং স্ত্রী পুত্র ধনাদিতে আত্মবুদ্ধি আছে এবং যাহার পৃথিবীর বিকার ঘট পট প্রতিমাদিতে উপাস্য বুদ্ধি আছে, এবং যাহার জলেতে তীর্থ বুদ্ধি আছে, তাহারা গোগণের তৃণ বাহক গর্দ্দভের তুল্য।

এতদ্ভিন্ন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব সম্বাদে আত্মজ্ঞান নির্ণয়োক্ত উপনিষৎ আছে যে,—

"মৃৎ-শিলা-ধাতু-দার্ব্বাদি-মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥"

অস্যার্থঃ। যাঁহারা মৃত্তিকা ও শিলা ও ধাতু ও দারু মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বুদ্ধি করেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন কদাচ মুক্তি পাইবেন না।

অপরঞ্চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর গীতাতে উপদেশ দিয়াছেন যে,—

"তীর্থানি তোয়রূপানি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥"

অস্যার্থঃ। আত্মধ্যান পরায়ণ যোগিগণ জলময় তীর্থেতে গমন করেন না, এবং পাষাণ ও মৃন্ময় দেবাদির অর্চ্চনা করেন না। তথাহি,—

"অগ্নির্দ্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥"

অস্যার্থঃ। কর্ম্মকাণ্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের অগ্নিই দেবতা, আর মুনিদিগের হৃদিমধ্যে দেবতা, আর সামান্য অল্প বুদ্ধিগণের প্রতিমাই দেবতা, আর সমদর্শী মহাযোগীদিগের সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম দেবতা হয়েন।

এই প্রকার হিন্দু যোগশাস্ত্রে বহুস্থানে পৌত্তলিক পূজনে নিষেধ আছে, অথচ প্রায় হিন্দুগণ পৌত্তলিক পূজা করেন, এবং কহেন যে, হিন্দুশাস্ত্র পুরাণ ও তন্ত্রাদি ও বেদমতে পৌত্তলিক পূজনের ও যজ্ঞের উপদেশ ও বিধি আছে, এবং ঐ বিধি দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে। ভোগ ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষী জনেরা কর্ম্মকাণ্ড মতে কাম্য ফলাসক্ত হইয়া যাগযজ্ঞাদি পৌত্তলিক পূজন ইত্যাদি গ্রহ পূজা পর্য্যন্ত করেন, আর মোক্ষার্থী জনেরা নিষ্কাম হইয়া জ্ঞান কাণ্ড মতে কেবল মাত্র অমৃত কৈবল্য

বাঞ্ছা করেন। তাঁহারা সকল কার্য্যেই নিবৃত্ত হয়েন, কেবল ঈশ্বরের প্রীতি কার্য্য করেন।

অতি প্রাচীনকালে বহুলোকে আদৌ ঐশ্বরিক জ্ঞান মাত্র ছিল না এবং তাহাদের ঐশ্বরিক জ্ঞানোদয় জন্য প্রাক্তন সুধীবৃন্দ ও বুধগণ নানামত রূপ কল্পনা করত অল্পবুদ্ধি এবং নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণের ঐ জ্ঞান ধারণা করিবার উপায়ান্তর করিয়াছিলেন মাত্র। তাহাদিগকে এক সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম জ্ঞানোপদেশ দিলে তাহারা উপহাস করিতে পারিত এবং উপদেশ দাতাকেও বরং উপহাস করিত, কেন না যদি কৃষককে চন্দ্র সূর্য্যের কিম্বা পৃথিবীর গোলাকারত্ব ও তাহার গতি ও অনুগতির বৃত্তান্ত কহা যায় তাহা কি কৃষক গ্রাহ্য করে, এমতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ বস্তু ঈশ্বর স্বরূপ নির্ম্মাণের দ্বারা মূঢ়কে প্রবৃত্তি দিয়াছেন যে, তাহাদের ঐরূপ মূর্ত্তি পূজা করিতে করিতে ঐশ্বরিক জ্ঞান হইবেক এবং পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ হইতে পারিবেক। যথা—

"তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্।"

অর্থাৎ পরমাত্মা ব্রহ্মকে জানিলে বেদে প্রয়োজন থাকে না। তথাহি—

"গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ॥"

অস্যার্থঃ। মেধাবী বেদান্তাদি নানাগ্রন্থ অভ্যাস

করত সামান্য জ্ঞানে ও বিশেষ অনুভব জ্ঞানে তৎপর হইয়া সমস্ত গ্রন্থ ত্যাগ করিবেক, যেমত ধান্যার্থী ব্যক্তি ধান্য সহিত তৃণ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ তৃণগত ধান্য সমস্ত লইয়া তৃণকে ত্যাগ করে।

যেমত কার্য্য ফল প্রাপ্ত হইলে কারণের প্রয়োজন হয় না, তদনুসারে প্রাচীন দেব দেবাদি মূর্ত্তি স্থাপক বুধ ও মুনিগণ উক্ত সূত্র সকল মতে সদভিপ্রায়ে পৌত্তলিক পূজা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এবং তাঁহাদের উত্তরকালীন বুধগণ এক্ষণে ঐ অল্পবুদ্ধি-জনের ঐশ্বরিক জ্ঞান পৌত্তলিক পূজনে হইয়াছে কি না নির্দ্ধারণ করুন, এবং যাঁহাদের ঐশ্বরিক জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা কি একবারে মূর্ত্তি পূজা পরিত্যাগ করিবেন? আমার বিবেচনায় কদাচ নহে। যে স্থলে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে এবং উত্তর গীতাতে এবং সদাশিব মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে মূর্ত্তি পূজার নিষেধ করাতেও মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ হয় নাই এবং সর্ব্বযোগে প্রতিমাদি পূজনে বারবার নিষেধ থাকাতেও এবং প্রতিমা পূজকের প্রতিমা পূজার দণ্ড অন্ধকারাবৃত লোকে অবস্থানের বিধি থাকাতেও তাহা পরিত্যাগ হয় নাই, এবং প্রায় কেহই ত্যাগ করেন নাই, এক্ষণে ইহার অধিক কি উপায় আছে? যদিচ ঐশ্বরিক জ্ঞান বিশিষ্ট জন

নরাকৃতি প্রতিমা পূজন অবৈধ মনে মনে জানেন, কিন্তু স্ত্রী পরিবারের বচনানুমতে পূজাদি করিতেই হয়, অতএব আমার মতে যে পর্য্যন্ত হিন্দুজনগণের স্ত্রী পরিবারগণ ঐশিক জ্ঞানে বিভূষিত না হইবেন সে পর্য্যন্ত এই বাল্য খেলা পরিত্যাগ হইবে না। এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা পাঠশালাতে যৎপরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে তাহাতে তাঁহাদের কোন সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান অর্জ্জন হয় না এবং বাল্যশিক্ষা পাঠশালাতেও কোন ধর্ম্ম শিক্ষা হইতেছে না, প্রায় কোন পাঠশালাতে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ও ধর্ম্মের অভেদ উপদেশ শিক্ষা হয় না, কতকগুলি পারিভাষিক পুস্তক মাত্র আছে তাহাতে কেবল মাত্র ভাষা শিক্ষা হয়। বালক বালিকার সত্যধর্ম্ম শিক্ষা যদি না হইল তবে কি হইল? সূর্য্য রশ্মি চক্ষুর আলোক, বিদ্যা জ্ঞানের আলোক, আর ধর্ম্মজ্ঞান আত্মার আলোক, পারিভাষিক কতকগুলি পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস ও রাজ-মন্বন্তর ও চরিত্র বর্ণনা শিক্ষায় কি ফল? খগোল ভূগোল রসায়ন ও উদ্ভিজ্জ ও বীজগণিত বিদ্যা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, যদি ঐশ্বরিক মহিমা জ্ঞান ও তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অসীম ও অগম্য সুনিপুণতা চিন্তায় সত্য ধর্ম্মজ্ঞান না হয় তবে তাহাতেই বা কি ফল? আবার ধর্ম্মজ্ঞান হইলেও যদি ধর্ম্মানুসারে কার্য্য না হয় তবে এমত ধর্ম্ম জ্ঞানেই

বা কি ফল? ধর্ম্মই সর্ব্ব সেব্য। তদ্দ্বারা সর্ব্ব আরাধ্য ঈশ্বর তুষ্ট হয়েন। ইস্কুলের তীক্ষ্ণ চতুরতা ও জ্ঞান অনেক নিগূঢ় বিষয় আবিষ্কার করে বটে; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে কিছুমাত্র আবশ্যকতা ও ফল নাই। অনেক মনুষ্য বিংশতি ভাষায় ভাষাজ্ঞ হয়, এবং সামান্য মনুষ্য তাহাকে বিদ্বান্ বলে, কিন্তু তন্মধ্যে অত্যল্প জ্ঞানবান্ দৃষ্ট হয়। ভাষায় অনভিজ্ঞ মনুষ্য মধ্যেও জ্ঞানবান্ আছে, ইতর লোক মধ্যেও জ্ঞানবান্ আছে; এমতে পাঠশালাতে কেবলমাত্র ভাষা অভ্যাসে কি ফল? সকল প্রকার ও সকল শ্রেণীর মনুষ্যের বিবিধ প্রকার জ্ঞান ও দর্শনে আবশ্যকতা রাখে না, এবং বিবিধ বিদ্যা শিক্ষাতে সময়ও অনুকূল্য করে না, কিন্তু বুদ্ধি প্রগাঢ় ন্যায় সিদ্ধান্তে এবং সত্য ধর্ম্ম জ্ঞানে ও তাহাতে দৃঢ় অবলম্বনে, তাহা রাজ্যশাসন সূত্রেই বা হউক অথবা ধর্ম্ম ভয়েই বা হউক, সকলকারই আবশ্যকতা আছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে যৎপরিমাণে শিক্ষা তৎপরিমাণে সৎ হইতে শিথিল দৃষ্ট হয়। সোক্রেটীস তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞান সাধু পথে চালিত করাতে জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বাস্তবিক একটি ধর্ম্মচারী বিবিধ অনর্থ বিদ্যাভ্যাসকারী অপেক্ষা উত্তম। চানক্য, পণ্ডিত শব্দার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,—

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

টেষ্টমেন্টের মেথীউর ২২ অধ্যায়ে ৩৯ পদে লার্ড য়ীশু ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, আত্মবৎ সকলকে প্রেম ও প্রীতি করিবে, এবং তিনি তদনুসারে আচরণ করিয়াছিলেন, এমতে আমার বিবেচনায় লার্ড য়ীশু ব্যতীত জগতে কেহই পণ্ডিত নহে, যাঁহারা পণ্ডিত অভিমান করিয়া সত্য ধর্ম্মোপদেশ দেন কিন্তু তদনুসারে কার্য্যকারী না হইয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পৌত্তলিক পূজাদিও করেন এবং সকল কার্য্য যখন যেমন সুবিধা তখন তেমন করেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা কি তাঁহাদের জ্ঞানের বিরুদ্ধ আচরণ করেন? কি জ্ঞানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মোপদেশ বক্তৃতা করেন, ইহা সিদ্ধান্ত হয় না এবং কেহ কেহ সমান শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের উৎসব দেখিয়া পূজাদি করেন, এবং যাঁহাদের গৃহে স্থাপিত মনঃকল্পিত দেব মূর্ত্তি আছে তাঁহারা দৈনিক পূজা করেন, এবং জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা কহেন যে, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড মতে, প্রতিমা পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞানোদয় হইলে মূর্ত্তি পূজা পরিত্যাগ হইবেক, কিন্তু এইরূপ কথন পুরুষানুক্রমে হইয়া আসিতেছে এবং পুরুষানুক্রমে পূজাদি হইতেছে কিন্তু কাহারও জ্ঞানোদয় হইতে দৃষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ দৈনিক পূজা হেতু দিনে দিনে অজ্ঞান তিমিরের

সম্বন্ধি দৃষ্ট হইতেছে, এবং তাঁহারা আরো কহেন যে, জগতে প্রায় সকলকারই মনঃকল্পিত আরাধনা ধ্যান জ্ঞান আছে, অণুবাদিগণ অণুকে আত্মবাদিগণ আত্মাকে ব্যোমবাদিগণ ব্যোমকে, এবং শক্তি বাদিগণ শক্তিকে ব্রহ্ম ধ্যান ধারণা করেন। যাঁহাদের যেমত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হয় তাঁহারা তদনুমতে আরাধনা করেন, বস্তুত ঈশ্বর প্রতি শ্রদ্ধাই মূল ধর্ম্ম। যথা—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুঃ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণ।

যথা ইংরাজী মেষ্টমেন্টোক্ত ইব্রীয় একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—

"Faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen."

অর্থাৎ বিশ্বাসই প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়; শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই ধর্ম্ম মূল, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঈশ্বর মূর্ত্তি পূজনের নিষেধ থাকাতেও মূর্ত্তি পূজনের ব্যবহার নিরাকৃত হয় নাই। যদি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মূর্ত্তি পূজক মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন তবে কি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব কর্ত্তৃক মূর্ত্তি পূজনে নিষেধিত বচনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হয় না বলিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবাদির মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন সেই দেবগণই মূর্ত্তি পূজনে নিষেধ করি-

তেছেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; বরঞ্চ শাস্ত্রে ও ভগবদ্গীতাতে এবম্প্রকার পূজারাধনাকে তামস বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তি করিয়াছেন, যথা গীতা—

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসম্" ইত্যাদি॥

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ উত্তরগীতাগ্রন্থে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে,—

"আকাশো হ্যবকাশশ্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে॥৮॥"

অস্যার্থঃ। অকাশ অর্থাৎ মহাকাশ ও অবকাশ অর্থাৎ পরিছিন্নাকাশ দ্বারা শব্দ ব্যাপ্ত হয়, অতএব তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল, কিন্তু ব্রহ্ম নিঃশব্দ হেতু তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছু আছে, কেবল তিনিই সত্য নিরঞ্জন। তথাহি টেষ্টমেণ্টের জোহনের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লার্ড য়ীশুর ছাত্র ফিলিপ লার্ডকে কহিয়াছিলেন যে, হে লার্ড! পিতাকে দেখাও (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দেখাও) তাহা হইলে সকলই হয়॥ ৮ ॥

লার্ড য়ীশু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, আমি তোর সহিত এত অধিকাল ব্যাপিয়া আছি তথাচ কি তুই আমাকে জানিস্ নাই? হে ফিলিপ! যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে, সে সেই পিতাকে দেখিয়াছে,

তবে আর কি প্রকারে বলিস যে সেই পিতাকে দেখাও ॥ ৯ ॥

তুই কি বিশ্বাস করিস্ না যে, আমাতে পিতা আছেন এবং আমি পিতাতে আছি। এই সকল কথা যাহা আমি তোমাকে কহিলাম তাহা আমি আমাকে বলি না, কেবল সেই পিতা যিনি আমাতে আছেন, তিনিই সকল কর্ম্ম করিতেছেন ॥ ১০ ॥

ইহাতে বিশ্বাস কর যে, আমিই সেই পিতাতে আছি এবং সেই পিতা আমাতেই আছেন, কিম্বা এই সকল কার্য্যার্থে আমাকে বিশ্বাস কর ॥ ১১ ॥

Johan XIV

8. "Philip said unto him, Lord, show us the father, and it sufficeth us.

9. Jesus saith unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me, hath seen the father; and how sayest thou then, show us the father?

10 Belivest thou not I am in the father and the father in me? the words that I speak into you I speak not of myself: but the father that dwelleth in me, he doeth the works.

11 Belive me that I am in the father and the

father in me, or else belive me, for the very works' sake.

অপরঞ্চ ব্রাহ্মধর্ম্মের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে—

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি,স্বে মহিম্নি॥ ২॥"

অস্যার্থঃ। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?

আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এবঞ্চ তলবকারোপনিষৎ—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ?
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ?
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ?
শ্রোত্রং ক উ দেবোযুনক্তি?॥১॥"

অস্যার্থঃ। কাহার ইচ্ছার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মন স্ব বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া প্রাণ স্বীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করে? কাহার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বাক্য নিঃসরণ হয়? আর কোন্ দীপ্তিমান্ কর্ত্তা চক্ষুঃ শ্রোত্রকে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে নিযুক্ত করেন?

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনোযদ্বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষু রতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২॥"

অস্যার্থঃ। আচার্য্য উত্তর করিলেন। যিনি শ্রোত্রা-

দিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করিতেছেন, তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু হয়েন। পাপকর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে এ রূপে জানিলে ধীরেরা সংসার হইতে অধস্কৃত হইয়া অমৃত হয়েন।

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন
বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্য-
দেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥৩॥"

অস্যার্থঃ। তাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না এবং মন চিন্তা করিতে পারে না, এ প্রযুক্ত তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি না এবং শিষ্যকে যে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিতে হয়, তাহাও জানি না; কিন্তু বেদের এই উপদেশ যে, বিদিত ও অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হয়েন, ইহা পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি, যাঁহারা আমারদিগকে তাহা কহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৪॥"

অস্যার্থঃ। যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না, যাঁহা হইতে বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই তুমি

ব্রহ্ম করিয়া জান। যাঁহাকে লোকসকল উপাসনা করে এরূপ কোন প্রত্যক্ষ বস্তু ব্রহ্ম নহেন ॥ ৪ ॥

"যন্‌-মনসা ন মনুতে-যেনাহুর্মনোমতম্‌।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥"

অস্যার্থঃ। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যাঁহাকে মনের দ্বারা জানা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম করিয়া জান। যাঁহাকে লোকসকল উপাসনা করে-এরূপ কোন প্রত্যক্ষ বস্তু ব্রহ্ম নহেন ॥ ৫ ॥

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥"

অস্যার্থঃ। যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না, যাঁহার দ্বারা লোকসকল চক্ষুর বিষয়কে দর্শন করে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম করিয়া জান। যাঁহাকে লোকসকল উপাসনা করে এরূপ কোন প্রত্যক্ষ বস্তু ব্রহ্ম নহেন ॥ ৬ ॥

"যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্‌।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৭॥"

যাঁহাকে শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম করিয়া জান। যাঁহাকে লোকসকল উপাসনা করে এরূপ কোন প্রত্যক্ষ বস্তু ব্রহ্ম নহেন ॥ ৭ ॥

"যৎপ্রাণেন ন জিঘ্রতি যেন প্রাণং প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৮॥"

অস্যার্থঃ। যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, যাঁহার দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ গ্রহণ করে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম করিয়া জান। কোন প্রত্যক্ষ বস্তু ব্রহ্ম নহেন, যাঁহাকে লোকসকল উপাসনা করে ॥ ৮ ॥

যেস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শিষ্য অর্জ্জুনকে মহাকাশের অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া ব্রহ্ম উপদেশ দিয়াছেন এবং লার্ড য়ীশু স্বীয় শিষ্য ফিলিপকে আমাতে ঈশ্বর আছেন ও ঈশ্বরে আমি আছি বলিয়া ব্রহ্ম উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সে স্থলে আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কি উপদেশ লইবার আবশ্যকতা আছে? ইতি।

যথা তলবকারোপনিষদ্গ্রন্থে,—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥১১॥"

অস্যার্থঃ। যাঁহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন না, আর অজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, তিনি জ্ঞেয় হয়েন॥ ১১ ॥

ঈশ্বর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ঈশ্বর জ্ঞান অতি দুর্জ্জেয়, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতে

পারেন না কিন্তু সৎশিষ্য আপন মনে আলোচনা করিলে জানিতে পারেন। এবং জ্ঞানাবলম্বনে চারি প্রকার বিঘ্ন হস্তামলক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যথা ; লয়, বিক্ষেপ, কষায়, এবং রসাস্বাদন ; লয় অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে সমর্থ না হইয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তির অন্য অবলম্বন হয়।

কষায় অর্থাৎ লয় ও বিক্ষেপের অভাবে ও রাগাদি বাসনা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হয়। রসাস্বাদন অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুর অবলম্বনে অন্তঃকরণ-বৃত্তির সবিকল্পক আনন্দাস্বাদন অথবা নির্ব্বিকল্পক সমাধি আরম্ভ কালীন সবিকল্প আনন্দ আস্বাদন। এই প্রকার বিঘ্ন রহিত চিত্ত যখন বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় অচল হইয়া কেবল অখণ্ড চৈতন্য মাত্রের চিন্তা-পর হয়, তখন তাহাকে নির্বিকল্পক সমাধি বলা যায়। এতদ্বিষয়ে প্রতিপ্রমাণ লয়রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে উদ্বোধ জন্মাইবেক, অন্তঃকরণ বিক্ষেপ-যুক্ত হইলে শান্ত হইবেক, কষায় যুক্ত হইলে জ্ঞান হইয়া নিবৃত্তি রাখিবেক, অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুতে প্রণিধান হইলে আর অন্তঃকরণকে চালনা করিবেক না, সে সময়ে সবিকল্পক আনন্দাস্বাদন হইবেক না, এবং প্রজ্ঞাদ্বারা নিঃসঙ্গ হইবেক ইতি।

এমত দুর্জ্ঞেয় পরমব্রহ্মের আবির্ভাব এক প্রতিমায় কি এক বস্তুতে কি প্রকারে হইতে পারে। যথা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়,—

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।"
"অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥"

অস্যার্থঃ। এক শরীরে কিম্বা প্রতিমায় পরব্রহ্মের আবির্ভাব জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উক্তি করিয়াছেন।

বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বর বিশ্বসৃজন করিয়াছেন, আবার তাঁহাকে কে সৃজন করিতে পারে? তিনি জগতের তাবৎ বস্তুর নির্ম্মাতা, তাঁহার কোন দ্রব্যের অভাব আছে যে, লোকসকল ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী তাঁহাকে দান সম্প্রদান করে? তিনি আরাধ্য বটেন, কিন্তু আরাধনার প্রত্যাশা রাখেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দৈনিক আড়ম্বরিক পূজারাধনা ও তপ জপ ও ভজনা পুস্তকাদি শ্রবণের ও পঠনের উপরে ধর্ম্ম নির্ভর করে না এবং তাহারা মোক্ষসাধিকা বলিয়া অনুমিত হয় না। ঈশ্বর যেমত অযাচককে দান এবং সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন, স্তুতি অস্তুতি বাদেও আনন্দিত ও রাগান্বিত নহেন এবং দ্রোহীর প্রতি আনন্দ ও মঙ্গল দানে বিরত নহেন, সকলকেই সমভাবে দয়াদান করেন, মনুষ্য তদনুসারে কার্য্যকারী হইলে তাঁহার রাজ্য যোগ্য

পাত্র হইবেন, যোগ্যতা না হইলে যোগ্য পাত্র সে স্থানে যাইতে পারে না, সাধুর সহিত অসাধুর ঐক্য বাক্য হয় না, অন্ধকার এবং আলোক একত্র অবস্থান করে না, ন্যায় বিচারের সহিত অধর্ম্ম বাস করে না; এমতে মনুষ্য ব্রহ্মাচরণ না করিলে ব্রহ্মানন্দ পায় না, অনুবোধ হয়।

পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ। তাঁহার আনন্দ সৎপথেই আছে। মনুষ্য আর কি সৎকার্য্য করিবে। অসৎ কার্য্য না করুন এবং লার্ড য়ীশু খ্রীষ্ট, স্তূপাকার ধর্ম্ম শাস্ত্র-প্রণালী টেষ্টমেণ্টের মেথীউর দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দুইটি মাত্র উপদেশ দ্বারা চূড়ান্ত রূপে সংক্ষেপ করিয়াছেন, তদনুমতে আচরণ করুন। যথা—

37. "Thou shalt love the Lord thy god with all thy heart and with thy soul, and with all thy mind."

38. "This the first aud great Commandment."

39. "And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself."

40. "On these two commandments hang all the law and the prophets."

অর্থাৎ তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত চিত্ত দ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, এই প্রথম ও মহৎ আজ্ঞা এবং দ্বিতীয় আজ্ঞা ইহার

সদৃশ অর্থাৎ তুমি প্রতিবাসীকে আত্ম তুল্য প্রেম কর, এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ গ্রন্থের ভাব আছে।

অথবা হিন্দু সর্ব্বযোগ শাস্ত্র ও শ্রুতি ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক মতে আচরণ করুন যথা—

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।
ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্॥ ১॥"

অস্যার্থঃ। একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।

তথাহি ভগবদ্গীতা পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥"

অস্যার্থঃ। বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ও হস্তি গো কুক্কুরাদিকেও পণ্ডিত সমভাবে দেখেন॥ ১৮॥

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।"

অস্যার্থঃ। অহিংসা, তাহাই পরম ধর্ম্ম। যদি লোক সকল লার্ড য়ীশুর অথবা হিন্দু যোগশাস্ত্রে লিখিত বিধিদ্বয় মতে মতাচরণ করেন, অর্থাৎ একাগ্র চিত্তে পরমব্রহ্মেতে প্রেম ও প্রীতি করেন এবং কাহারও প্রতি হিংসা না করেন সকলকেই আত্মতুল্য প্রেম করেন, তবে পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত আহ্লাদের

স্বার্থপরতা হিংসা লোভ খলতা কাম ক্রোধ মিথ্যা-চরণ মদমত্ততা অহঙ্কার আততায়িতা জিঘাংসা ও প্রতিবিধানেচ্ছা দ্বেষ ইত্যাদি সকল প্রকার কুবৃত্তি নিরাকৃত হইয়া জগৎ স্বর্গ ও মনুষ্য দেবতুল্য হয়। একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরে প্রেম ও প্রীতি করাই পরমার্থ ধর্ম্ম। আর হিংসাদি কুবৃত্তি সকল পরিহারই চিত্তশুদ্ধি, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে একাগ্রচিত্ত হয় না, একাগ্রচিত্ত না হইলে ঈশ্বরারাধনা হয় না, এমতে চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম-সোপান। পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মসূত্রদ্বয় মতে আমাদের অগ্রে চিত্ত শুচি করাই কর্ত্তব্যাবধারণ। তাহাতেই তিনি সৎপথে আনন্দিত থাকেন। তিনি অনন্দালয় কেবল মাত্র মনুষ্যকে নিস্বত্বে আনন্দ বিতরণ করিতে-ছেন এবং আমাদের লিপ্সা বড় বৃহৎ, ঐ লিপ্সা সন্তোষার্থে কুবৃত্তি কার্য্যেই নিয়ত লিপ্ত এবং বাঞ্ছা পরিপূর্ণ না হইলে ক্রোধ ও মনোদুঃখ হয় এবং কেহ বা পরিণামে মন্দাদৃষ্ট কেহ বা ঈশ্বর দিলেন না বলিয়া খেদোক্তি করিয়া মনঃকলুষিত করেন।

মনুষ্য যদি আদিম কালের ন্যায় সরলস্বভাব পূর্ণ থাকিত তবে যে এই পৃথিবী কত সুখের স্থান হইত তাহার ইয়ত্তা হয় না।

সৎকর্ম্মই মনুষ্যের ধর্ম্ম, পূজা পাঠাদি কেবল মাত্র নহে, কিন্তু পূজা পাঠাদির আড়ম্বর অনেকেরই দেখা

যায়। সৎকর্ম্মী অতিবিরল। শুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরারাধনাকারী অতি বিরল। লার্ড য়ীশু রোমীয়ের তৃতীয় চেপ্টরে লিখিয়াছেন যে,—

10. "As it written, there is none righteous, no not one.

11 "There is non., that understandeth, there is none that seeketh after God."

12. "They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one."

অস্থার্থঃ। যেমন লিপি আছে, ধার্ম্মিক কেহ নাই, এক ব্যক্তিও নাই। সকলেই বিপক্ষগামী ও নিতান্ত দুষ্কর্ম্মকারী, সৎকর্ম্ম কেহই করেন না, একজন ও না।

টেষ্টমেন্টের মেথিউর ১৭ অধ্যায়ে "একবিংশতি পদের উপদেশ মতে বিষয়াদিতে নিস্পৃহ না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে একাগ্র চিত্তে ঈশ্বর উপাসনা অসম্ভব, তাহাদের মূর্ত্তি পূজা ও ভজনা কি অন্য প্রকার পূজা ভজনা সমান।

বিষয় মদে মনুষ্য অচৈতন্য হয়, কেবল মাত্র সাধারণ জ্ঞান থাকে আর পানীয় মদে মনুষ্য ঈশ্বর দত্ত চৈতন্য নষ্ট করে এমত নহে, বরঞ্চ তদতিরিক্ত সাধারণ জ্ঞানও থাকে না এবং সর্ব্বপ্রকার কুবৃত্তির বশবর্ত্তী

হইয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত ও ন্যায় ধর্ম্ম এবং সৎযুক্তির বিরুদ্ধাচরণে কদর্য্য কার্য্যাদি করে, তাহাদের কোন প্রকার পূজারাধনাতে ঈশ্বর কি কর্ণপাত করেন? আমার বিবেচনায় কদাচই নহে।

পরম পিতা পরমেশ্বর প্রদত্ত বৃত্তি সকলকে স্বেচ্ছাধীন বুদ্ধি সত্ত্বে পরিচালনই কর্ত্তব্য বিধান। নিস্তেজ করা অথবা আতিশয্য করা কর্ত্তব্য নহে, চৈতন্য বৃত্তিই প্রধানবৃত্তি। চৈতন্য না থাকিলে বুদ্ধির অভাব হয়। এমত প্রকার চৈতন্য বৃত্তি বিষয় মদে অথবা পানীয় মদে নষ্ট করা কি কর্ত্তব্য হয? উপসর্গের উপর উপসর্গ! অচৈতন্যে চিত্তৈকাগ্রতা কোথায়, চিত্তের অনেকাগ্রতায় ঈশ্বরচিন্তা নিদিধ্যাসন ভজন ও পূজনাদিই বা কোথায়। এবম্প্রকার ঈশ্বর পূজনে ও গুণানুবাদ কীর্ত্তনে ও ধর্ম্ম পুস্তকাদি পঠনে ও তীর্থ স্থান গমনে ও ঈশ্বর উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণে ও ধর্ম্মোপদেশ দেওনে ও গ্রহণের উপরে ধর্ম্ম নির্ভর করে না। পরস্পর শাস্ত্রত্রয়ের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ও পৃথিবীর সূর্য্যাদির আকৃতি ও স্থিরতা অস্থিরতা বৃত্তান্তের বৈষম্য হউক না কেন, পুরাবৃত্ত বিষয়ে আদিম মনুষ্য আদেম অথবা মনু হউন না কেন এবং তিনি এদেন উদ্যান হইতে হিন্দু স্থানস্থ সনদ্বীপে অথবা স্থানান্তরে ঈশ্বর কর্তৃক তাড়িত হউন না কেন এবং মানবাবতার লীলা-

কারিগণের লীলাদির বৃত্তান্তে বৈষম্যও থাকুক না কেন, দেশবিশেষে বিবাহ উত্তরাধিকারিত্ব ইত্যাদি নানা প্রকার অনুষ্ঠান ও জাতীয় সংস্কার কর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিধি ব্যবস্থা হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণও রামাদি পূর্ণ ব্রহ্ম হউন বা না হউন কেন, লর্ড য়ীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর পুত্র হউন বা না হউন কেন, মহাপ্রলয় কালে, শেষ বারে এক দিনে একই বারে সকল মনুষ্যের বিচার হউক না কেন, অথবা প্রত্যেক মনুষ্যের মরণান্তেই বিচার হউক না কেন, মৃতকে দাহন অথবা সমাধি দেওনের নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন থাকুক না কেন, মহাপ্রলয় কালে পৃথিবীর ধ্বংস ও চন্দ্র সূর্য্য নিস্তেজ ও তারাগণ স্খলিত হউক বা না হউক কেন, যে যাহা বেশ ভূষা ধারণ করুন না কেন, যে জাতির যে বেশ ভূষা পরিচ্ছদ তাহা পূর্ব্ব মত থাকুক না কেন, অথবা পরিত্যাগই বা করুন না কেন, দেশবিশেষে খাদ্যাখাদ্য যাহার যেমত নিয়ম থাকুক না কেন, না থাকুক বা কেন, শুচি অশুচি দ্রব্যের নিয়ম যাহার যেমত থাকুক বা না থাকুক কেন, যখন সকলেই সেই এক ঈশ্বর মাত্র বিশ্ব-কর্ত্তাকে মান্য করিতেছেন এবং যখন মনুষ্যের প্রতি ভারার্পিত কর্ত্তব্য বিধান সৎকার্য্যই একই প্রকারে সকল শাস্ত্রে নির্ণীত হইতেছে; অর্থাৎ প্রথমতঃ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করণ, দ্বিতীয়তঃ আত্মবৎ সকল প্রতি-

বাসীর প্রতি প্রেম করণের উপর ধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে, তখন আইস আমরা ঐ দুইটি সূত্র মতে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই। শাস্ত্রত্রয়ের অনাবশ্যক ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া পরস্পর শাস্ত্রের দ্বেষাদ্বেষ বশে যে সকল বিতর্ক করি সে কেবল আমাদের ভ্রমমাত্র।

তর্ক দ্বারা মিথ্যা ভিন্ন অত্যল্প সত্য আবিষ্কার হয়। আমরা কেবল মাত্র বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্ক শিক্ষা করিয়া থাকি কিন্তু তর্কের শেষ নাই?

লাসিডোমিনিয়ার ব্যক্তি সকল তর্ক বিতর্কের বিতণ্ডায় মিথ্যাভিপ্রায়ে ধর্ম্ম মহিমা নষ্ট হইতে পারে বলিয়া ব্যবহৃত বিদ্যা ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষায় রত হইত না এবং অন্য কোন বিদ্যাবিশারদকে রাজ-কার্য্যে নিয়োজিত করিত না। নানাপ্রকার তর্ক ইত্যাদি শাস্ত্র মনুষ্যকে পণ্ডিত করিতে পারে কিন্তু সে আপনি জ্ঞানী না হইলে জ্ঞানী কেহ করিতে পারে না এবং সে আপনি ধার্ম্মিক না হইলে কেহ তাহাকে ধার্ম্মিক করিতে পারে না। পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইলেই যে ধার্ম্মিক হয় এমত নহে। ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত কিম্বা ধার্ম্মিক হয় না, এমত নহে। ধর্ম্মজ্ঞ ও বেদজ্ঞ অনেক আছে, ধর্ম্মচারী অতি বিরল। সদসদ্‌ বাহ্য জ্ঞান সকলেরি আছে, সদাচারী অতি বিরল। তার্কিক অনেক আছে, কিন্তু সিদ্ধান্তকারী অতি বিরল।

দ্বেষী অনেকেই আছে, প্রেমিক অতি বিরল। মক্ষিকা নানাপ্রকার আছে, মধুমক্ষিকাকে মধুকর কহে। ভাবুক অনেক প্রকার আছে, সদ্ভাবুককেই ভাবুক কহে। এই শাস্ত্রত্রয় সমন্বয় করতঃ ধর্ম্ম-সমন্বয় নামে এই পুস্তক প্রকটিত হইল। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বাসই ধর্ম্ম, কূটার্থ ধর্ম্মকে বিনষ্ট করে। হিন্দুধর্ম্ম অতি-প্রাচীন। সকল ধর্ম্মের মূল হিন্দু ধর্ম্মে দৃষ্ট হইতেছে। এবং শাক্যসিংহ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ হিন্দু সম্প্রদায়ক, নানক সাহীও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত। নানক শিষ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের শাখা ধর্ম্ম, ইহা মূল ধর্ম্মের সহিত একই আছে। এই এক হিন্দুধর্ম্ম হইতে নানামত ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে এবং হইতেছে, এতৎসমুদায়কেই আমি হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিলাম। তজ্জন্য তাহাদের ধর্ম্মের সহিত আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের সমন্বয় অনাবশ্যক।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব এবং জৈনাদি গুরু, নানাকধর্ম্মে একমাত্র ধর্ম্মসূত্র আছে যে,—

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ॥"

এবং ইংরাজী টেষ্টমেন্টেও ঐরূপ এক ধর্ম্ম বিধি আছে যে,—

Love thy brother as thyself.

অর্থাৎ তোমার ভ্রাতাগণকে আত্মবৎ প্রেম কর। এই এক মূল ধর্ম্মসূত্র আছে, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধাদি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণ জগতের সর্ব্বপ্রকার জীবাদির শারীরিক ও মানসিক হিংসা অধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া প্রাগুক্ত ধর্ম্মমূল সূত্রের মূলার্থ করিয়া থাকেন, অবৈষ্ণবগণ ঐ মূল সূত্রের ঐ প্রকার অর্থ করেন না এমত নহে। তাঁহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত যজ্ঞার্থে পশুবধ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বলিয়া যজ্ঞকার্য্যে পশু হিংসাকে হিংসা স্বীকার করেন না, কিন্তু পুরাণ হিন্দুগণের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, পুরাণের পাঁচটীমাত্র লক্ষণ আছে যথা,—(সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত পুরাণ এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত।) এবং পুরাণ তন্ত্র স্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে স্মৃতি মান্য, আর স্মৃতি শ্রুতির বিরুদ্ধ হইলে শ্রুতিই মান্য। ইহা হিন্দু শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কাম্যকর্ম্মে সমাহিত আছে যে, কার্য্যের ফল ভোগে মনুষ্যের মৃত্যু হয়। এই তিন ধর্ম্ম-সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অতএব তাহা ধর্ম্ম নহে, কাম্য কার্য্য মাত্র। আর খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ—Love thy brother as thyself অর্থাৎ তোমার ভ্রাতাগণকে আত্মবৎ প্রেম কর। এই ধর্ম্মসূত্রের মূলার্থ কেবলমাত্র মনুষ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ করেন, পশ্বাদির প্রতি অর্থ করেন না, এই মাত্র অল্প বিভি-

ন্নতা আছে তাহাতে ক্ষতি নাই, ভাল আমরা কোথায় ঐ সূত্র মনুষ্য সম্বন্ধেও অবলম্বন করিয়া থাকি, কে কাহার হিংসা তাহা শারীরিক বা হউক বা মানসিক হউক না করিয়া থাকি ? কে কাহাকে কোন্ ভ্রাতাকে আত্মবৎ প্রেম করে ? আমরা ইন্দ্রিয় সম্ভোগ্য আত্মাদরে প্রতিক্ষণেই ভ্রাতা ও প্র[illegible]দিগণের হিংসা করিতেছি। পশুর শারীরিক হিংসা অপেক্ষা মনুষ্যের প্রতিকূলে মানসিক হিংসা অধিক পরিমাণে করিতেছি, অতএব কোথায় বা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" কোথায় বা আত্মবৎ ভ্রাতাগণকে প্রেম। ঈশ্বর যেমত সৎ, তিনি যেমত মহৎ, তিনি যেমত নিস্পৃহ, সেই মত পবিত্র না হইলে তাঁহার পরমানন্দ ধামের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারিব না এবং হইবেক না। যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বন করুন না কেন, যে কোন মতে শাস্ত্রার্থ ও ভাবানুভাব করুন না কেন, যে কোন প্রকারে পরম পিতার অথবা দেব দেবীর পূজারাধনা করুন না কেন, যে কোন প্রকারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করুন না কেন, সৎ না হইলে সদানন্দ হইবেক না ইতি।